বেঈমান কাফেরদের মৃত্যু ও আত্মার দুর্গতি

মাওলানা আবদুল ওয়াহ্‌হাব রহ.

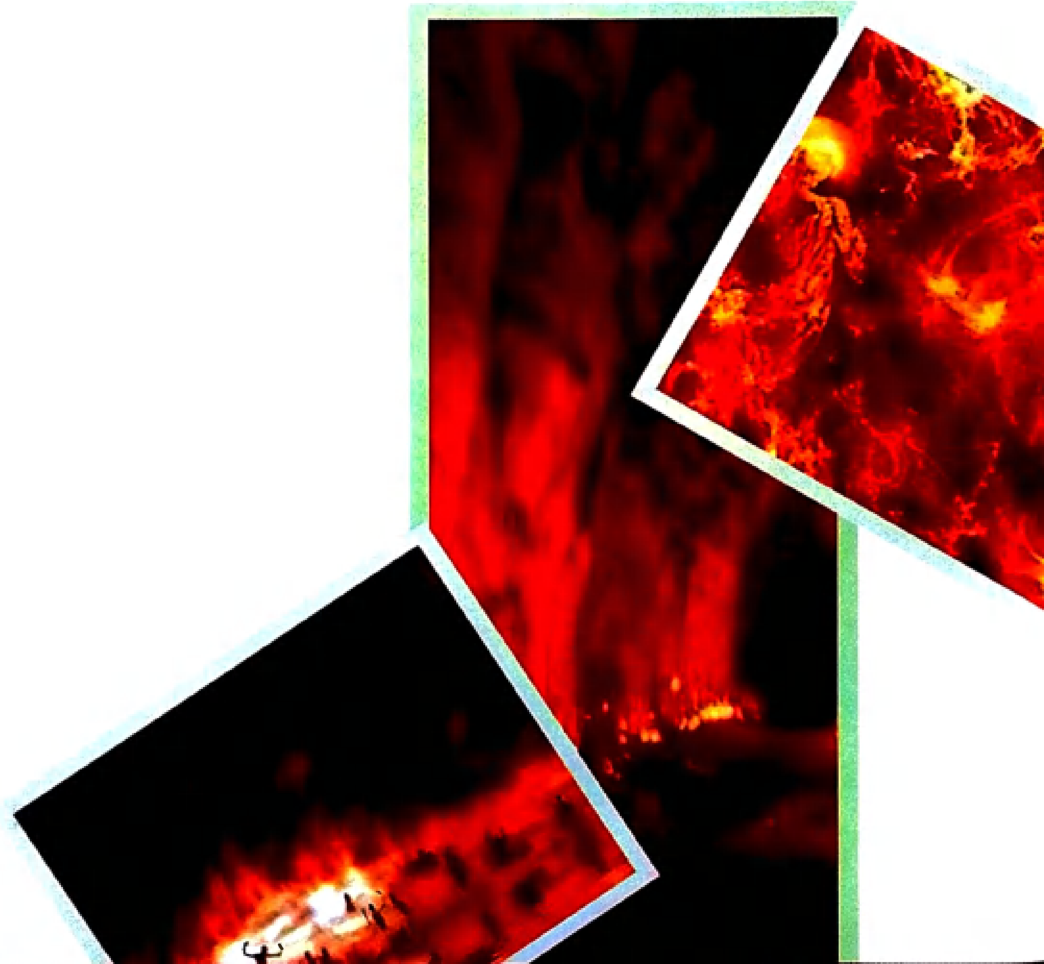

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

প্রকাশনা-১৫০

বেঈমান কাফেরদের মৃত্যু ও আত্মার দুর্গতি

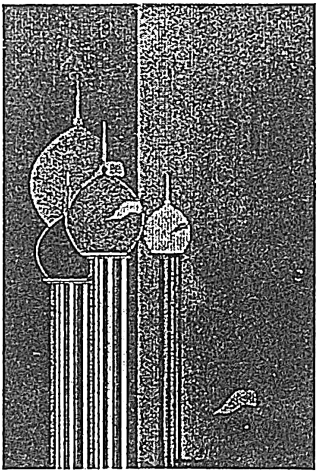

হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব রহ.
প্রতিষ্ঠাতা ঃ নাদিয়াতুল কুরআন কুরআন শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশ

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
চকবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

বেঈমান কাফেরদের মৃত্যু ও আত্মার দুর্গতি

লেখক : হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহ্‌হাব র.

প্রকাশক : মাওলানা মাছউদুল হাসান
নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
নাদিয়া ভবন, চকবাজার
মুবাইল : ০১৯২৫০০৯৮২৫
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার
মুবাইল : ০১৯২৫০০৯৮২৬
পাঠকবন্ধু মার্কেট, বাংলাবাজার

স্বত্ব : সর্বস্বত্ত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর-২০১৬, পৌষ-১৪১৩

মূল্য : ১১০.০০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

ভূমিকা /৭
জাহান্নাম /১১
প্রথম অধ্যায়
বেঈমানের ইন্তেকাল ও আত্মার দুর্গতি /১২
দ্বিতীয় অধ্যায়
দোযখের নামসমূহ ও দোযখের অগ্নির রূপ /১৫
হযরত আদম (আ.)-এর খাদ্য রান্নার অগ্নি /১৬
তৃতীয় অধ্যায়
দোযখে প্রবেশের পূর্বেকার অবস্থা /১৭
দোযখাভিমুখে পরিচালনা /১৭
দোযখের পুঁজ /১৮
দোযখের তেজক্রিয়া /১৮
দোযখের আকৃতি /১৮
দোযখের গভীরতা /১৯
দোযখীর খাদ্য /১৯
দোযখের জল্লাদ /১৯
দোযখের প্রধান পরিচালক ১৯ জন /১৯
দোযখকে হাশরের ময়দানে আনয়ন /২০
দোযখের লাগাম /২০
আল্লাহ্ পাকের সমীপে দোযখের সেজদা /২০
দোযখের হুঙ্কার /২১
দোযখের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ /২১
দোযখের স্তর ও উহাদের শাস্তির সরঞ্জাম /২১
নরোদ্যান /২২
আমলনামা /২২
হতভাগা /২৪
আগ্নেয় বস্ত্র /২৪

চতুর্থ অধ্যায়
দোযখের আভ্যন্তরীণ অবস্থা /২৬
প্রথম ধাক্কায় নিম্নাভিমুখী পতন /২৬
দ্বিতীয় ধাক্কায় আরো নিম্নাভিমুখী পতন /২৬
দোযখের নদী ও ঝরনা /২৭
তৃতীয় ধাক্কায় জাহান্নামের অতল তলে পতন /২৭
দোযখের পানি /২৭
দোযখীদের শরীরের আকৃতি /২৮
আযাবগ্রস্ত কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় আসিলে /২৯
দোযখীর শরীরে বিষাক্ত পোকা /২৯
আগুনের দরিয়া /২৯
সাপ-বিচ্ছু /৩০
বিচ্ছু ও সর্প দংশিত ব্যক্তির শরীরে দোযখের অগ্নি নিস্তেজ /৩১
দোযখে খাদ্য পরিবেশন /৩১
যাক্কুম /৩২
দোযখীদের বাসগৃহ /৩২
পাপ পরিমাণ আযাব /৩৩
দোযখীদের সমাবেশ /৩৩
দোযখীদের পরস্পর কলহ /৩৪
শয়তানের বক্তৃতা /৩৪
পঞ্চম অধ্যায়
মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা-তদবীর /৩৬
মালেক সমীপে তদবীর /৩৬
আল্লাহ তাআলার সমীপে নিবেদন /৩৬
দিনের পর দিন কঠিতর শাস্তি /৩৭
দোযখের প্রহরীগণের আকৃতি /৩৭
ঠাণ্ডা পানির দরখাস্ত /৩৮
পানির পরিবর্তে পাথর /৩৮
গরম পানি, কয়লা, লৌহ-কাঁটা, সাপ ও বিচ্ছু বর্ষণ /৩৭
ষষ্ঠ অধ্যায়
দোযখের বিভিন্ন গুনাহের শাস্তি ও শাস্তির ধরণ /৪০

দোযখের উত্তাপ /৪০
নিম্নতম শাস্তি /৪০
বেহায়াপনা ও বেপর্দার শাস্তি /৪১
চুরি-ডাকাতির শাস্তি /৪১
মিথ্যা সাক্ষ্যদানের শাস্তি /৪১
শিরকের শাস্তি /৪২
অহঙ্কারী ও যালেমের শাস্তি /৪২
আত্মসাৎকারীর শাস্তি /৪২
দোযখের হিমাঞ্চল /৪৩
সর্পদংশন /৪৪
মৌতের মৌত /৪৪
পর্বতশৃঙ্গ হইতে নিক্ষেপ /৪৪
গযবের বৃষ্টি /৪৫
উষ্ণপানি /৪৫
লৌহগুর্জ /৪৫
গলার আওয়াজ /৪৫
পোশাক-পরিচ্ছদ /৪৬
দোযখীদের মধ্যে সংখ্যায় মহিলারাই বেশি /৪৬
সপ্তম অধ্যায়
দোযখ হইতে বাঁচিবার পথ /৪৭
প্রথম পর্যায় /৪৭
দ্বিতীয় পর্যায় /৪৭
হাদীস শরীফে বর্ণিত কতিপয় দুআ /৪৮
সালাতুত তাসবীহ-এর ফযীলত ও নিয়ম /৬১
ছায়েদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার
সর্বোত্তম দুআ /৬৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ . اَمَّا بَعْدُ .

দয়াময় খোদাওন্দ কারীম, সমস্ত প্রশংসা তোমারই। তুমি মানবকে সৃষ্টিসমূহের শ্রেষ্ঠরূপে সৃষ্টি করিয়াছ। কোন্ পথের পথিক হইলে তোমার প্রিয় সৃষ্টি মানব তোমার সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হইবে আর কোন্ পথ অবলম্বনে তোমার ক্রোধানলে নিপতিত হইবে, তোমার প্রিয় হাবীব রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে তুমি তাহা আমাদিগকে অবহিত করিয়াছ। দয়ার আধার! তাহাতেই না তোমার নাম 'দয়াময়'।

ভ্রমান্ধ মানব আমরা। দুই দিনের আয়ু লইয়া সংসার রূপ পরীক্ষা-ক্ষেত্রে আসিয়াছি। আমাদের স্থায়ী বাসস্থান এখানে নহে। কোন্ দিনে ও কোন্ সময়ে আমাদিগকে মহাপ্রয়াণ পথের পথিক হইতে হইবে, কোন্ মুহূর্তে আমাদের বুকভরা আশা-ভরসা বিলীন হইবে, কোন্ মুহূর্তে আমাদের সুশোভিত পুষ্পোদ্যান গোরস্থানে পরিণত হইবে, সে চিন্তা আমাদের মনে আদৌ উদয় হয় না।

যিনি সৃষ্টিকর্তা, আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা, যাহার ভূমণ্ডলে, যাহার আকাশতলে আমরা বিচরণ করিতেছি, যাহার প্রদত্ত আহার ও জলবায়ু ব্যতিরেকে আমাদের জীবনধারণের উপায়ান্তর নাই; যাহার অনন্ত, অফুরন্ত দান লাভে আমরা অপরিমেয় আমোদ ও তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকি, সেই পাক যাত, সেই শাহানশাহে দোজাহানের সম্মুখে কি আমাদিগকে উপস্থিত

হইয়া আমাদের কৃত-কার্যাবলীর নিকাশ দিতে হইবে না? নিশ্চয়ই হইবে।

পাপের বিনিময় যখন শাস্তি এবং পূণ্যের বিনিময় যখন পুরস্কার তখন জ্ঞানী সেই ব্যক্তি, যিনি নিজের কার্যাবলীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলেন। যে ব্যক্তি মনের কুমন্ত্রণার বশবর্তী হইয়া সুধা জ্ঞানে গরল ভক্ষণ করে খোদার সৃষ্টিরাজ্যে তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? আক্ষেপ! সহস্র আক্ষেপ! আমাদের দিব্য চক্ষু থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের মনের কুমন্ত্রণার বশবর্তী হইয়াই চলিয়াছি। না আছে আমাদের জান্নাত-কামনা, আর না আছে দোযখের ভয়। তথাপি আমরা উম্মতে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাচ্চা মুসলমান! কুরআন জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছে, 'নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে চক্ষু (কুরআন) আসিয়াছে, অনন্তর যে ব্যক্তি দর্শন করিবে, তাহা তাহার আত্মার জন্যই, আর যে ব্যক্তি অন্ধ হইবে, তাহা তাহারই প্রতি।'

ইহলোক ও পরলোক

মাতৃগর্ভ হইতে ইহলোকে পদার্পণ করিয়া যখন আমরা সংসারী হই, তখন আমাদের সকলেরই ঐ এক চিন্তা—কিসে সুখী হইব, কিসে শান্তিতে বাস করিব, কী উপায়ে দশবিঘা জমি-জমা হইবে, কী করিলে নাম-যশ মান সম্ভ্রম বাড়িবে। আমাদের জ্ঞানের উন্মেষকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত, ইহার মধ্যে যে দশ বিশ বা পঁচিশ বৎসর সময়, এই সময়টুকু সুখে-শান্তিতে কাটাইতে আমাদের এত চিন্তা, এত চেষ্টা, এত উদ্যোগ এবং এত সাধনা। কিন্তু ঐ যে পরজীবন, যে জীবনের শেষ নাই, যেখানে কস্মিনকালেও মৃত্যু হইবে না, আমরা সে জীবনের ভাবনা একটুকুও ভাবি না। দয়াময় খোদা! তুমিই জান আমাদের ন্যায় নিরেট বোকাদের গতিপরিণতি কি দাঁড়াইবে।

সায়ীদ ও শাকী (ভাগ্যবান ও হতভাগা)

অর্থাৎ নেককার ও বদকার আমরা মুসলমান, আমরা যদি আমাদের কল্যাণকামী মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করি, তবেই আমরা ইসলামের প্রকৃত সুসন্তান এবং তবেই আমরা সেই অনন্ত সুখ-শান্তির আগার (বাসস্থান) বেহেস্তের অধিবাসী হইবার উপযুক্ত হইতে পারি। যাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশিত পথে দুনিয়াতে জান ও মাল নিবেদিত করিয়াছে— যাহারা আল্লাহ্ পাকের অজূদ ও ওয়াহ্দানিয়াতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী, যাহারা সবর ও শোকরের সাথে নিজের জীবনকে অতিবাহিত করে এবং যাহারা আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে মহামিলনের অনুরাগী, তাঁহাদের জন্য জীবনে-মরণে, কবরে-হাশরে, পুলসিরাতে, কোনখানেই ভয়-ভীতি নাই।

কিন্তু যাহারা সেই মহান দয়াময় আল্লাহ্কে ভুলিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত দয়াবান মহানবীর অনুকরণ ছাড়িয়া দিয়া নফস ও শয়তানের তাবেদারী করাকে নিজের জীবনের রাস্তা মনোনয়ন করিয়াছে, তাহাদের জন্য দুনিয়াতেও রহিয়াছে অশান্তি এবং মরণের পরে কবরে, হাশরে, পুলসিরাতে বিপদ; অতঃপর সেই অচিন্তনীয়, মহাভীষণ, মহাভয়াবহ, মানব-কায়ের পক্ষে সহ্য-সীমাতীত শাস্তির আগার (গৃহ) সেই জাহান্নাম। মানব জীবনের শেষ গন্তব্যস্থল হয় বেহেশত, না হয় দোযখ। অত্র পুস্তকে এতদুভয়ের একটি সহীহ্ নকশা মানব চোখে তুলিয়া ধরার চেষ্টা করিয়াছি। কারণ আমরা পথভোলা গাফেল ইনসান, তাই বেহেস্তের লোভে ও দোযখের ভয়ে সেই মহান প্রভু দয়াবান খোদাকে চিনিতে, জানিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিব। যাহাতে তাঁহার শাস্তির ভয়ে এবং এহ্সানাতের আকর্ষণে অন্তর চেতনাশীল হইয়া উঠে এবং দুনিয়াতে তাঁহার রেযামন্দির উদ্দেশ্যে আমাদের জান ও মালকে নিবেদিত করিতে পারি। এবং পরকালে তাহারই কোলে চির-শান্তির নীড়ে আশ্রয় নিতে পারি। আমীন।

এই বইখানার সমস্ত বিষয়বস্তু হযরত ইমাম গাজ্জালী রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি-এর এহ্ইয়ায়ে উলূম গ্রন্থ এবং গাউছুল আযম বড়পীর হযরত শাহ আবদুল কাদির জিলানী রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি-এর অমরগ্রন্থ গুনিয়াতুত্ত্বালেবীন ও দুররাতুন্নাছেহীন হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। মোজাদ্দিদে মিল্লাত হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি রচিত গ্রন্থ 'শওকে ওয়াতান' কিতাব হইতেও ইহার কিয়দাংশ গৃহীত হইয়াছে। সারা বিশ্বের তাবলীগী জামাতের সুযোগ্য আমীর আল্লামা হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (নাব্বারাল্লাহু মারকাদাহু)-এর বিভিন্ন তাক্বরীর হইতেও কিছু কিছু সংগ্রহ করা হইয়াছে। হাকীমুল ইসলাম আল্লামা হযরত মাওলানা ক্বারী তৈয়্যব সাহেব রহ্মাতুল্লাহি

আলাইহি এর লিপিবদ্ধ তাক্বরীর 'ফাযায়েলে জুমুআহ' হইতেও কিছু সংকলণ করা হইয়াছে। আর বাকী কথা কিছু কুরআনে পাক হইতে ও কিছু হাদীস শরীফের বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কুর

বইখানা দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম পর্যায়ে আবরার অর্থাৎ বেহেশতবাসীদের যাবতীয় সুখ-শান্তির বিবরণ ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ফুজ্জার অর্থাৎ দোযখীদের ভয়াবহ আযাব ও গযবের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। আয় আল্লাহ্ তাআলা! আপনি বইখানাকে কবুল করুন। সারা উম্মতে মুহাম্মদীকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন। সারা বিশ্বের মানব ও দানব গোষ্ঠীকে হেদায়াত নসীব করুন। আমীন! আমীন!!

আবদুল ওয়াহ্হাব
খাদেম
নাদিয়াতুল কুরআন, বাংলাদেশ

জাহান্নাম

যে নাম করিলে অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়, সেই দোযখ, সেই ভীষণ হইতে ভীষণতর অনল-সমুদ্রের কথা এইবার আরম্ভ করিব। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ! তৎপর হউন, ধীরভাবে পাঠ করুন। আর প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী! মনোযোগ, গাঢ় মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। কেবল শ্রবণ করিলেই কর্তব্য পালন হইবে না, কথাগুলিকে হৃদয়পটে আঁকিয়া লইতে ও সতত স্মরণ-পথে উদিত রাখিতে হইবে। তবেই আপনারা ইহ-পরকালে ধন্য হইতে পারিবেন এবং আপনাদের ইহ ও পরজীবন স্বার্থক হইবে। ফলে আপনারা দোযখের কবল হইতে নিস্তার পাইয়া বেহেশত লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। অন্যথায় চিরজীবন বলিতে আপনাদের সম্মুখে যে অনন্ত পরজীবন, সে জীবন যন্ত্রণাময় দুঃখের জীবনে পরিণত হইবে। তাহাতে আপনারা সেই ভীষণ হইতে মহাভীষণ অনল সমুদ্রে পড়িয়া জ্বলিতে, পুড়িতে ও দগ্ধিভূত হইতে থাকিবেন। সে জ্বালা যে কী জ্বালা, সে যন্ত্রণা যে কী যন্ত্রণা, তাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণ হইলেও পরিচয় আপনারা এই বিবরণে নিশ্চয়ই জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ ○

আল-ফুজ্জার

প্রথম অধ্যায়

বেঈমানের ইন্তিকাল ও আত্মার দুর্গতি

হাদীসে বর্ণিত আছে, বেঈমান, ফাছেক, ফাজের, কমবখত মানুষের যখন মুমূর্ষু অবস্থার সূত্রপাত হয়, তখন ইন্তিকালের পূর্বেই তাহাকে তাহার শেষ গন্তব্যস্থল দেখান হয়।

হাদীস : হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন বেঈমান ব্যক্তির মৃত্যুর সময় হয় তখন কালো চেহারার ফেরেশতাগণ তাহার নিকট আসে। তাহাদের হাতে চট থাকে। তাহারা মুমূর্ষু ব্যক্তির দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে বসেন। অতঃপর মালাকুল মউত ফেরেশতা তাহার মাথার দিকে আসিয়া বসেন এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, হে পাপিষ্ঠ আত্মা! আল্লাহ পাকের গজবের দিকে বেরিয়ে আয়। শুনামাত্র খবীস জান শরীরের ভিতর এদিক সেদিকে ছুটাছুটি করিতে থাকে। মালাকুল মউত তাহার জানকে এমনিভাবে বাহির করেন, যেমন একটি ভিজা তুলার বালিশ হইতে এমন একটি শিকের শলাকা বাহির করা হয় যাহার মধ্যে তীরের ফলার ন্যায় অজস্র উল্টামুখী ফলা রহিয়াছে। উহা দ্বারা যবরদস্তির সহিত জানকে বিদ্ধ করিয়া টানিয়া খিচিয়া আত্মাকে শরীর থেকে বাহির করিয়া নিজের হাতে লইবেন। তৎক্ষণাৎ অন্য ফেরেশতা এই খবীস জানকে ঐ চটের মধ্যে জড়াইয়া নিজেদের হাতে লইয়া ফেলেন। তখন সেই চট হইতে পঁচা মরার দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে এবং সারা জগতে ঐ বদবু ছড়াইয়া পড়ে।

আত্মার দুর্গতি : ফেরেশতাগণ ঐ আত্মাকে লইয়া আকাশের দিকে উঠিতে থাকেন। যখনই কোন ফেরেশতাগণের পাশ দিয়া লইয়া যাওয়া হয়, ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইহা কোন খবীস আত্মা? উত্তরে

তাহারা সবচেয়ে খারাপ পরিচয় সহকারে নাম বলেন যে, অমুকের ছেলে অমুক। এইভাবে তাহারা প্রথম আকাশ পর্যন্ত লইয়া যান এবং আকাশের দরজা খুলিবার জন্য অনুরোধ করিলে তাহা খোলা হয় না। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, 'তাহাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হইবে না এবং তাহারা কখনও বেহেশতে প্রবেশ করিবে না, যতক্ষণ না সূচের ছিদ্র দিয়া একটি উট চলিয়া যায়।' (সূচের ছিদ্র দিয়া উটও যাইবে না আর ইহারাও বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।)

আত্মার অধঃপতন : অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলিবেন যে, তাহার নাম সিজ্জিনে লিখিয়া দাও। ফেরেশতাগণ আকাশ হইতেই সেই আত্মাকে সাত যমীনের নিচে সিজ্জিনের দিকে ছুড়িয়া মারেন। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন পাকের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন, যাহার অর্থ এই যে, 'এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের সহিত শিরক করিল, সে যেন আকাশ হইতে ছিটকাইয়া পড়িল, অতঃপর আকাশের পাখী তাহার শরীরের গোশতগুলি খাইয়া ফেলিল কিংবা বাতাস তাহাকে দূরদূরান্তে লইয়া ফেলিয়া দিল।'

অতঃপর তাহার আত্মাকে তাহার শরীরে ফিরাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার কাছে দুইজন ফেরেশতা আসেন ও তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, তোমার রব কে? সে উত্তর করে, হায়! হায়! আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানি না। তাহারা জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দ্বীন কি ছিল? এখনও সে এই উত্তরই দেয় যে, হায়! আমার জানা নাই। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হইতে যাঁহাকে তোমাদের প্রতি পাঠান হইয়াছিল তিনি কে? তদুত্তরেও সে বলিবে, হায় হায়! ইহা ত আমার জানা নাই। এই প্রশ্ন-উত্তর শেষ হইলে ঊর্ধ্ব হইতে ঘোষণা হইবে, সে মিথ্যা বলিয়াছে। তাহার নিচে আগুন বিছাইয়া দাও এবং তাহার জন্য দোযখের দরজা খুলিয়া দাও। দোযখের দরজা খোলা হইলে কবরে দমকা গরম হাওয়া আসিতে থাকিবে। অতঃপর তাহার কবরকে সংকীর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে, ফলে দুই পার্শ্বের পাজরের হাড্ডি পরস্পর একটির ভিতর অন্যটি ঢুকিয়া যাইবে।

মূর্তিমান পাপ : অতঃপর এই কবরে কুশ্রী চেহারার নিকৃষ্ট জামা পরিহিত দুর্গন্ধময় শরীরের একজন লোক প্রবেশ করিয়া বলিবে, মহাবিপদের সংবাদ

শোন। আজ ঐ দিন যাহার সম্পর্কে তোর সাথে ওয়াদা করা হইয়াছিল। সে বলিবে, তুই কে? বাস্তবিক তোর চেহারা দেখিয়াই মনে হয় তুই কোন বিপদের সংবাদ বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিস। সে বলিবে, আমি তোর বদ আমল। সামনে তোর আরও ভয়ঙ্কর আযাব রহিয়াছে। আত্মা এই ভয়ে যে কিয়ামত কায়েম হইলে নাজানি আরো কত আযাব ও গজবে পতিত হইতে হয়, বলিবে, আয় আল্লাহ্! কিয়ামত যেন কায়েম না করেন।

মাল্‌উন আত্মা : অন্য বর্ণনাতে আছে, কাফেরের জান রগসমূহসহ বাহির হয় এবং আকাশ ও যমীনে এবং তৎমধ্যবর্তী যত ফেরেশতা বর্তমান, সবাই এই খবীস আত্মার প্রতি লা'নত করিতে থাকেন। তাহার জন্য আকাশের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক দরজার প্রহরীগণ এই দোআ করেন যে, আয় আল্লাহ্! তাহাকে আমাদের দরজা দিয়া প্রবেশ করাইবেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দোযখের নামসমূহ ও দোযখের অগ্নির রূপ

দোযখের নামসমূহ : কুরআন ও হাদীসের উপদেশ লঙ্ঘনকারী খোদাদ্রোহী পাপীগণের শাস্তির নিমিত্ত যে ভীষণ হইতে ভীষণতর অনল সমুদ্র সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহারই নাম দোযখ। দোযখের সাতটি স্তর। যথা :

১। **সায়ীর :** কুরআনের প্রতি অবিশ্বাসী মহাপাপীগণ এই দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে।

২। **লাযা :** যাকাত অনাদায়কারী ধনী পাপীগণ এই দোযখে শাস্তি ভোগ করিবে।

৩। **সাকার :** অগ্নিপূজক, মহাপাপীগণ এই দোযখে চিরবাসী হইবে।

৪। **জাহীম :** জঘন্য কাম-প্রবৃত্তির বশবর্তী মহাপাপীগণ এই দোযখে জ্বলিবে।

৫। **জাহান্নাম :** কবীরা গোনাহসমূহ করিয়া যাহারা তওবা না করিয়া মরিবে, তাহাদের স্থান জাহান্নাম।

৬। **হাবিয়া :** মোনাফেকগণ, ফেরাউন ও তাহার বংশের লোক ও অন্যান্য মহাপাপীগণ এই দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে।

৭। **হোতামা :** পরনিন্দা প্রচারপ্রিয় ব্যক্তিগণ এই দোযখে প্রবেশ করিবে।

দোযখের অগ্নির রূপ : হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, আমার নিকট জিব্রায়ীল আলাইহিস সালাম আসিলে আমি তাঁহাকে দোযখের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। হযরত জিব্রায়ীল আলাইহিস সালাম বলিলেন, আল্লাহ দোযখের আগুন সৃষ্টি করিয়া সহস্র বৎসর কাল ধুমায়িত করিলেন। তখন তাহার বর্ণ লোহিত হইয়া

গেল। তৎপর ঐ আগুনকে পুনরায় হাজার বৎসর প্রধুমিত করা হইলে উহার বর্ণ শ্বেত হইয়া গেল। অতঃপর উহাকে পুনরায় সহস্র বৎসর কাল জ্বালানোর পর উহা অন্ধকার রজনীর ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল।

হযরত আদম আলাইহিস সালামের খাদ্য রান্নার জন্য অগ্নি

'দুররাতুন্নাসেহীন' নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামের খাদ্য রন্ধনের জন্য হযরত জিব্রায়ীল আলাইহিস সালামকে দোযখ রক্ষীর নিকট হইতে কিঞ্চিত আগুন লইয়া দিতে বলিলেন। জিব্রায়ীল আলাইহিস সালাম আগুন প্রার্থনা করিলে দোযখরক্ষী বলিল, কী পরিমাণ আগুনের দরকার? হযরত জিব্রায়ীল আলাইহিস সালাম বলিলেন, একটি খেজুর পরিমাণ আগুনের প্রয়োজন। তাহা শুনিয়া দোযখরক্ষী ফেরেশতা বলিল, যদি আমি আপনাকে খেজুর পরিমাণ আগুণ প্রদান করি তবে তাহার উত্তাপে আকাশ ও ভূমণ্ডল ভস্মে পরিণত হইবে। তখন হযরত জিব্রায়ীল আলাইহিস সালাম বলিলেন, তবে অর্ধ খেজুর পরিমাণ দিন। তাহাতে দোযখরক্ষী বলিলেন, যদি অর্ধ খেজুর পরিমাণ অগ্নি দেই, তাহা হইলে তাহার উত্তাপে আকাশ হইতে একবিন্দু পানিও বর্ষিবে না, আকাশ শুষ্ক হইয়া যাইবে। ফলে মৃত্তিকা হইতে শস্যাদি কিছুই জন্মিবে না।

তখন হযরত জিব্রায়ীল আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট আরজ করিলেন, হে আল্লাহ! কতটুকু আগুন লইব? আল্লাহ তাআলা বলিলেন, এক বিন্দু পরিমাণ লও। হযরত জিব্রায়ীল আলাইহিস সালাম বিন্দু পরিমাণ আগুন লইয়া সমুদ্রে উহাকে সত্তর বার ধৌত করিয়া হযরত আদম আলাইহিস সালামের নিকটবর্তী এক বৃহৎ পর্বতের উপর রাখিয়া দিলেন। তখন সত্তরবার সমুদ্রে বিধৌত ঐ অগ্নিবিন্দু বৃহৎ পর্বতকে ভস্মীভূত ও ভেদ করিয়া দোযখে যাইয়া পতিত হইল। সেই অগ্নি বিন্দুর উত্তাপের তেজস্ক্রিয়া আজ পর্যন্ত লৌহ ও প্রস্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে। পৃথিবীতে যে অগ্নি ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা ঐ সত্তরবার সমুদ্রে বিধৌত দোযখস্থ একবিন্দু অগ্নির ধোঁয়ার তেজ মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়

দোযখে প্রবেশের পূর্বেকার ভয়াবহ অবস্থা

পবিত্র কুরআন মজীদে বর্ণিত আছে, কাফেরগণ দোযখের দিকে দলবদ্ধভাবে বিতাড়িত হইবে। তাহারা দোযখের নিকট উপস্থিত হইলে দোযখের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। তখন দোযখরক্ষী ফেরেশতা পাপীগণকে বলিবেন, তোমাদের নিকট কি পয়গম্বর গমন করেন নাই? তোমাদের নিকট কি তিনি তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত পাঠ করিয়া অদ্যকার দিবসের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন নাই? পাপীগণ বলিবে, হাঁ, নিশ্চয়। কিন্তু শাস্তির আদেশ কাফেরদিগের প্রতি সাব্যস্ত হইয়াছে। তখন তাহাদিগকে দোযখ-দ্বার দিয়া দোযখ চিরবাসী হইতে আদেশ করা হইবে।

দোযখাভিমুখে পরিচালনা

'দাকায়েকুল আখবার' নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, পাপীগণ যখন দোযখের দিকে বিতাড়িত হইবে, তখন তাহাদের চেহারা কাল কুৎসিত হইয়া যাইবে। তাহাদের মুখে ছাপ লাগাইয়া দেওয়া হইবে। তাহারা দোযখের দ্বারে উপস্থিত হওয়া মাত্রই আগ্নেয় কড়া ও আগ্নেয় শৃঙ্খলসহ দোযখের প্রহরীরা তাহাদের দিকে ধাবিত হইবে। উহা পাপীগণের মুখের উপর স্থাপিত হইলে গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। পাপীগণের দক্ষিণ হস্ত তাহাদের ঘাড়ের সহিত অগ্নিশিকল দ্বারা কষিয়া বাঁধা হইবে এবং তাহাদের বুকের মধ্যে তাহাদের বাম হস্ত প্রবেশ করাইয়া উভয় স্কন্ধের মধ্য দিয়া পশ্চাদ্দিকে টানিয়া বাহির করিবে। তৎপর পাপীদিগকে অগ্নি-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবে। প্রত্যেক খোদাদ্রোহী কাফের, তাহাদের সঙ্গী ও বন্ধু-বান্ধবগণ সহ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে। অতঃপর পাপীগণকে লৌহ মুগুর

দ্বারা প্রহার করিতে করিতে সম্মুখ দিক দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। পাপীগণ দোযখের দিকে যাইতে না চাহিলে দুইজন ফেরেশতা পাপীগণকে টানিয়া দোযখে প্রবেশ করাইবে।

দোযখের পুঁজ

আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, এক বালতি দোযখের পুঁজ দুনিয়ায় ঢালিয়া দেওয়া হইলে তাহার দুর্গন্ধে দুনিয়ার সমুদয় লোক নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইত।

পবিত্র কুরআন মজিদে বর্ণিত হইয়াছে, 'যখনই দোযখে পুড়িয়া দোযখীদের চর্ম গলিয়া যাইবে, তখন আমি (আল্লাহ) তাহাদের শরীরে নূতন চর্ম সৃষ্টি করিয়া দিব; যাহাতে তাহারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করে।'

দোযখের তেজস্ক্রিয়া

দোযখীগণকে দোযখের অগ্নি প্রতিদিন সত্তর সহস্রবার ভষ্মিভূত করিবে। যখনই ভষ্মিভূত করিবে, তখনই বলা হইবে 'পূর্বাবস্থায় পরিণত হও'। তৎক্ষণাৎ পূর্বাবস্থায় পরিণত হইবে, কিন্তু মৃত্যু হইবে না। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজিদে বর্ণিত হইয়াছে, দোযখীদিগের মৃত্যু সকল দিক দিয়া ঘিরিয়া আসিবে তথাপি তাহাদের মৃত্যু হইবে না।

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন মৃত্তিকার সপ্তম স্তরের নিম্ন হইতে দোযখকে লইয়া আসা হইবে। দোযখের চারিপার্শ্বে ফেরেশতাগণের সত্তর সহস্র সারি থাকিবে। ফেরেশতাগণ দোযখের নাকাল ধরিয়া টানিবে। দোযখের চারিটি পা থাকিবে। এক পা হইতে অন্য পা লক্ষ লক্ষ বৎসরের রাস্তার সমান ব্যবধান।

দোযখের আকৃতি

দোযখের ত্রিশ সহস্র মস্তক। প্রত্যেক মস্তকে ত্রিশ সহস্র মুখ। প্রত্যেক মুখে ত্রিশ হাজার দন্ত। এক একটি দন্ত উহোদ পাহাড়ের সমতুল্য। প্রত্যেক মুখে দুইটি ঠোঁট, প্রত্যেকটি ঠোঁট পৃথিবীর এক একটি স্তরের অনুরূপ। প্রত্যেক ঠোঁটে একটি করিয়া লৌহ শৃঙ্খল। প্রত্যেক শৃঙ্খলে সত্তর সহস্র গ্রন্থি। হাজর হাজার ফেরেশতা এক এক গ্রন্থি ধরিয়া টানিতে থাকিবে।

দোযখের গভীরতা

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ এক ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইলাম। তখন রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা জান কি ইহা কিসের শব্দ? আমরা বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল বিশেষরূপে জানেন। তখন রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দোযখস্থ পর্বতের শিরোদেশ হইতে একখণ্ড প্রস্তর খসিয়া পড়িতে পড়িতে সত্তর বৎসর পরে তাহা দোযখ-গহ্বর তলে পতিত হওয়ায় এই ভীষণ শব্দ হইল।

দোযখীর খাদ্য

দোযখে দোযখীগণ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবে। সেই যন্ত্রণার মধ্যে পাপীগণ ক্ষুধায় অস্থির হইয়া খাবার চাহিলে তাহাদিগকে কণ্টকময় তিক্ত যাক্কুম বৃক্ষ খাইতে দেওয়া হইবে।

দোযখের জল্লাদগণ

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, কেয়ামত দিবসে এক একজন ফেরেশতা এক এক ধাক্কায় চল্লিশ হাজার পাপীকে দোযখের দিকে লইয়া যাইবে। সেই ফেরেশতা এইরূপ নির্দয়, নিষ্ঠুর যে, দয়া বলিতে যে এক বস্তু আছে তাহা আল্লাহ তাহাদের মধ্যে আদৌ দেন নাই।

দোযখের প্রধান পরিচালক ১৯ জন

হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে ১৯ জন ফেরেশতা দোযখের প্রহরী রূপে থাকিবে এবং প্রত্যেক প্রহরী ফেরেশতার সহিত সত্তর সহস্র সাহায্যকারী ফেরেশতা নিজ নিজ সাহায্যকারী ফেরেশতাগণসহ সজোরে দোযখকে ধমকাইতে থাকিবে, তখন দোযখ অগ্রসর হইতে ও শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে থাকিবে। দোযখের শ্বাস-প্রশ্বাসে গৰ্দ্ধভের চীৎকারের ন্যায় বিকট শব্দ উঠিবে। আর দোযখের ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ উদর হইতে ধুম্র ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইতে থাকিবে।

দোযখকে হাশরের ময়দানে আনয়ন

দোযখকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হইলে পাপীগণকে দেখিয়া দোযখ গর্জন করিতে থাকিবে। দোযখ হাশরের ময়দানস্থ লোকদিগের প্রতি সরোষে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলে তখন মনে হইবে, দোযখ যেন সকলকেই গ্রাস করিতে চাহিতেছে। তদবস্থায় দোযখের প্রহরীগণ সাবধানতা সহকারে দোযখকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। এই সময় দোযখের অবস্থা এমন হইবে যে, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে মোমেন-কাফের সকলকেই গ্রাস করিয়া ফেলিবে। আক্রমণে বাধা পাইয়া দোযখ এইরূপ তর্জন গর্জন করিবে যে, তাহাতে বোধ হইবে, যেন দোযখ ফাটিয়া গেল। তাহার গর্জন ও দন্ত পেষণের শব্দ শুনিয়া হাশর ময়দানের লোকেরা ভয়ে কম্পমান হইবে। তাহাদের মন ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়িবে। চক্ষে আঁধার দেখিবে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে।

দোযখের লাগাম

এক ব্যক্তি রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে আরয করিয়াছিলেন, দোযখ কী প্রকার? হুযূর বলিলেন, দোযখ দুনিয়ার মৃত্তিকার অনুরূপ। কিন্তু মৃত্তিকা অপেক্ষা সত্তরগুণ বৃহৎ। দোযখ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। দোযখের সাতটি মস্তক। প্রত্যেক মস্তকে ত্রিশটি করিয়া মুখ। প্রত্যেক মুখ তিন দিবা-রাত্রির পথের সমান লম্বা। চোখ ও নাসিকার প্রত্যেক ছিদ্রে লৌহ-নাকাল রহিয়াছে। কিয়ামত দিবসে সত্তর সহস্র বলবান ফেরেশতা সেই নাকাল সজোরে ধরিয়া তাহাকে কাবুতে রাখিবে। সেই সকল ফেরেশতার মুখে বৃহৎ বৃহৎ অগ্নিদন্ত এবং তাহাদের চক্ষু অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে থাকিবে। তাহাদের দেহাকৃতি অগ্নি শলাকার ন্যায় হইবে ও তাহাদের নাসিকা হইতে ধুম্র ও অগ্নিশিখা নির্গত হইতে থাকিবে।

আল্লাহ্ পাকের সমীপে দোযখের সেজদা

রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, দোযখ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাইবে, হে আল্লাহ! আমাকে সেজদা করিবার অনুমতি দিন। তখন আল্লাহ তাহাকে সেজদার অনুমতি দিবেন। দোযখ সেজদায় যাইবে। আল্লাহর আদেশ না হওয়া পর্যন্ত সে সেজদায়

থাকিবে। তারপর আল্লাহ তাআলা তাহাকে মস্তক উত্তোলন করিতে আদেশ করিবেন। আদেশ অনুযায়ী দোযখ মস্তক উত্তোলন করতঃ বলিবে, আমি সেই খোদার গুণকীর্তন করিতেছি যিনি তাঁহার অবাধ্যগণকে আমার দ্বারা শাস্তি দান করিতে আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অথচ আমার নিকট হইতে প্রতিশোধ লইতে কাহাকেও সৃষ্টি করেন নাই।

দোযখের হুঙ্কার

অতঃপর দোযখ অতি ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিবে। সেই চীৎকার এমনি ভয়াবহ হইবে যে, তাহা শ্রবণ করিয়া মোকাররাব ফেরেশতা ও পয়গম্বরগণ পর্যন্ত ভূপাতিত হইবেন। অতঃপর দোযখ ফরিয়াদ করিয়া পুনরায় এক বিকট চীৎকার করিবে। সেই শব্দ শুনিয়া সকলেই কাঁদিতে থাকিবে। কাঁদিতে কাঁদিতে সকলেরই নয়নাশ্রু শুষ্ক হইয়া যাইবে। অতঃপর দোযখ আবার অতি ভীষণ বিকট চীৎকার করিবে। তাহাতে কোন জিন বা মানুষের বাহাত্তর পয়গম্বরের সমতুল্য আমল থাকিলেও সে মনে করিবে যে, দোযখ আমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, দোযখের হাত হইতে আমার পরিত্রাণ নাই। দোযখ চতুর্থবার বিকট চীৎকার করিলে ত্রাসে সকলেই অসাড় হইয়া পড়িবে। তখন কাহারও মুখে বাক সরিবে না। এই সময়ে হযরত জিব্রায়ীল আলাইহিস সালাম, হযরত মিকায়ীল আলাইহিস সালাম, হযরত ইস্রাফীল আলাইহিস সালাম ও হযরত ইযরায়ীল আলাইহিস সালাম পেরেশান হইয়া 'নফসী নফসী' অর্থাৎ আমার কী হইবে আমার কী হইবে বলিতে থাকিবেন।

দোযখের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

অতঃপর দোযখ তাহার অনল শিখা বাহির করিতে আরম্ভ করিবে। উহার সংখ্যা আকাশের নক্ষত্র সমষ্টির সমান হইবে। অনন্তর দোযখের উপর পুলসিরাত অর্থাৎ 'সেতু' স্থাপন করা হইবে। পুলসিরাত বা সেতু সাতটি হইবে। এক সেতু হইতে অপর সেতু সত্তর বৎসরের পথ ব্যবধানে থাকিবে।

দোযখের স্তর ও উহাদের শাস্তির সরঞ্জাম

বিশেষজ্ঞ আলেমদিগের কাহারও কাহারও মতে দোযখের সাতটি স্তর। একটি স্তর হইতে অন্য স্তরের দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের পথ। সপ্তম

স্তরটি অতি ভীষণ। এই স্তরের শাস্তির সীমা-পরিসীমা নাই। এই স্তরের অগ্নির ভয়াবহতা অন্যান্য স্তরের অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। প্রত্যেক স্তর নিজ নিজ উর্ধ্বস্তরের বিবিধ প্রকার শাস্তির কঠোরতায় সত্তরগুণ অধিক হইবে। প্রত্যেক স্তরে আগ্নেয়-সমুদ্র, আগ্নেয় পর্বত এবং আগ্নেয়-বৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে। আগ্নেয়-পর্বতগুলির উচ্চতা সত্তর সহস্র বৎসরের পথ। প্রত্যেক স্তরে রহিয়াছে সত্তরটি আগ্নেয়-পর্বত।

নরোদ্যান

প্রত্যেক পর্বতে রহিয়াছে সত্তর সহস্র আগ্নেয়-উদ্যান। প্রত্যেক উদ্যানে আছে সত্তর সহস্র আগ্নেয়-বৃক্ষ। প্রত্যেক বৃক্ষে আছে সত্তর হাজার শাখা। প্রত্যেক শাখায় সত্তর সহস্র সর্প ও সত্তর সহস্র বৃশ্চিক থাকিবে। এক একটি সর্প লম্বায় তিন ক্রোশ এবং এক একটি বৃশ্চিক হৃষ্টপুষ্টতায় এক একটি উষ্ট্রের ন্যায়। প্রত্যেক বৃক্ষে সত্তর সহস্র আগ্নেয়-মেওয়া এবং প্রত্যেক মেওয়া সত্তর সহস্র কীটে পরিপূর্ণ থাকিবে।

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, দোযখের ভীষণতর তর্জন গর্জন শ্রবণে যখন লোকজন অজ্ঞান অবস্থায় ভূপাতিত হইয়া থাকিবে এবং দোযখ অধৈর্য অবস্থায় তাহাদের প্রতি ক্ষিপ্ত উষ্ট্রের ন্যায় আক্রমণোদ্যত হইবে, সেই সময়ে একজন আহ্বানকারী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিবেন। সেই ডাকে পয়গম্বরগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং ছালেহগণ উঠিয়া দণ্ডায়মান হইবেন। তৎপর অন্যান্য সমুদয় জীবকে উপস্থিত করা হইবে এবং তাহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অত্যাচারের প্রতিশোধ প্রদান করা হইবে। এইবার তাহাদের দেহ ও আত্মার কলহ বাঁধিয়া যাইবে। কলহে তাহাদের আত্মার উপর তাহাদের দেহ বিজয়ী হইবে।

আমলনামা

অতঃপর তাহাদের প্রত্যেকের আমলনামা নিজে নিজে উড়িয়া তাহাদের হস্তে আসিয়া পৌছিবে। কোন কোন লোককে তাহাদের আমলনামা ডান হাতে এবং কোন কোন লোককে তাহাদের আমলনামা বাম হাতে, আর কোন কোন লোককে তাহাদের আমলনামা পশ্চাদ দিক দিয়া দেওয়া হইবে। যাহারা নিজেদের কার্যলিপি বাম হস্তে এবং যাহারা

পশ্চাদ দিক দিয়া প্রাপ্ত হইবে তাহাদের মুখ কদাকার কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইবে। তাহাদের চক্ষু নীলবর্ণ ধারণ করিবে ও তাহাদের বক্ষে উত্তপ্ত লৌহ শলাকার দাগ দেওয়া হইবে। তাহাতে তাহাদের সর্বাঙ্গে ফোস্কা পড়িয়া ঘা হইয়া যাইবে। উহার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া দুরাত্মা হতভাগা পাপীগণ নিজেদের মৃত্যু কামনা করিবে। পাপীগণ তাহাদের কার্যলিপিতে যখন তাহাদের কৃত পাপসমূহ দেখিবে তখন বুঝিতে পারিবে যে, তাহারা ক্ষুদ্র বৃহৎ যত পাপকার্য করিয়াছে, তৎসমুদয়ই তাহাদের কার্যলিপিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহাদের কৃত কোনও পাপকার্য তাহাদের কার্যলিপি হইতে বাদ পড়ে নাই। তখন তাহাদের অন্তঃকরণ মলিন হইয়া যাইবে। উহা নিরাশা ও বিভিষিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। ত্রাসে তাহাদের চেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইবে। তাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ও দৃষ্টিশক্তির ব্যত্যয় ঘটিবে। তাহারা দোযখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে কিন্তু তাহাদের চোখে তাহা সহ্য হইবে না। সেই ভীষণতর পরিস্থিতি তাহাদের অন্তরে দারুণ আতঙ্ক সৃষ্টি করিবে। ফলে তাহাদের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিবে ও তাহাদের প্রতি অসীম কষ্টের বোঝা চাপিবে। তাহাদের চক্ষু হইতে রক্তাশ্রু বহিতে থাকিবে। তখন তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের দাসত্ব স্বীকারের অঙ্গীকার করিবে ও নিজেদের পাপসমূহের কথা স্বীকার করিবে। কিন্তু তাহাদের সেই অঙ্গীকার তখন তাহাদিগকে দোযখের দিকেই টানিবে।

হাদীস : হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, খোদাদ্রোহী পাপীগণের যখন উপায়ন্তর থাকিবে না, তখন তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে হাঁটুর উপর ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইবে। অর্থাৎ ত্রাসে তাহাদের পদদ্বয়ে এইরূপ কম্পন উপস্থিত হইবে যে, তাহারা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। তখন তাহাদের চক্ষু নীলবর্ণ হইয়া যাইবে, তাহারা কিছুই দেখিতে পাইবে না। ত্রাসে তাহাদের বাকরোধ হইয়া আসিবে। তাহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতির সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে। সেদিন কেহ কাহারো দিকে চাহিবে না। পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেহই কাহারও ভাবনা ভাবিবে না। কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবে না। নিজ নিজ চিন্তা ও দুর্ভাবনায় সকলেই অস্থির থাকিবে।

পাপীগণ ক্ষুধা ও পিপাসায় অস্থির হইবে, কিন্তু খাদ্য বা পানীয় কিছুই পাইবে না। পাপীগণ উলঙ্গ থাকিবে। কেহ তাহাদিগকে সাহায্য করিবে

না। এই অবস্থায় আল্লাহ তাআলা দোযখ প্রহরী ও তাহার সাহায্যকারী ফেরেশতাগণকে দোযখ হইতে আগ্নেয়-শৃঙ্খল, আগ্নেয়-কড়া, আগ্নেয়-বেড়ী এবং আগ্নেয়-কোড়া সহ বহির্গত হইতে আদেশ করিবেন। এইদিকে আগ্নেয় ফেরেশতাগণ পূর্ব হইতেই আল্লাহর আদেশ প্রতীক্ষায় দোযখের কিনারায় দণ্ডায়মান থাকিবে।

হতভাগা

পাপীগণ যখন আগ্নেয়-ফেরেশতা, আগ্নেয়-শৃঙ্খল, আগ্নেয়-কড়া, আগ্নেয়-বেড়ী এবং আগ্নেয়-কোড়া দর্শন করিবে, তখন তাহারা আক্ষেপে দন্ত দ্বারা নিজেদের হস্ত কর্তন ও নিজেদের অঙ্গুলী চর্বন করিতে থাকিবে এবং নিজেদের ধ্বংস কামনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিবে। এই সময় আল্লাহ তাআলা আগ্নেয় ফেরেশতাগণকে আদেশ করিবেন, অবিলম্বে এই পাপীগণকে গ্রেফতার কর ও ইহাদের গলায় আগ্নেয়-হাঁসুলী পরাইয়া দাও এবং আগ্নেয়-শৃঙ্খল দ্বারা ইহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর। আদেশ মাত্রই সত্তর জন ফেরেশতা তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া পাপীগণকে গ্রেফতার করতঃ আগ্নেয়-শৃঙ্খল দিয়া কষিয়া বাঁধিবে। তৎপর তাহাদের গলায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আগ্নেয়-হাঁসুলী এবং নাসিকায় ভীষণতর আগ্নেয়-নাকাল পরাইয়া দিবে। তৎপর তাহাদের মাথার চুল ধরিয়া হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে দোযখের দ্বারে লইয়া জড়ো করিবে। তাহাতে পাপীগণের পিঠ পাঁজর ভাঙ্গিয়া যাইবে।

আগ্নেয় বস্ত্র

পাপীগণের হাতে, পায়ে যখন আগুনের কড়া ও বেড়ী, গলায় যখন আগুনের হাঁসুলী এবং নাকে যখন আগুনের নাকাল পরাইয়া দেওয়া হইবে, তখন তাহাদের চক্ষু বিবর্ণ হইয়া কণ্ঠদেশ জ্বলিয়া যাইবে। তাহাদের দেহের মাংস সিদ্ধ হইয়া গলিয়া খসিয়া পড়িতে থাকিবে। তাহাদের মাথার মগজ ঘৃতের ন্যায় ফুটিতে ফুটিতে সর্বাঙ্গে গড়াইয়া পড়িবে। এই ভীষণতর শাস্তির উপর ফেরেশতাগণকে আদেশ করা হইবে, ইহাদিগকে আগ্নেয়-বস্ত্র পরাইয়া দাও। আদেশ মাত্রই ফেরেশতাগণ আগ্নেয়-বস্ত্র পরাইয়া দিবে। সেই কদর্য ভীষণ দুর্গন্ধময় আগ্নেয়-বস্ত্রের দাহ এইরূপ তীব্রতর হইবে যে,

যদি সেই বস্ত্র পৃথিবীর কোন পর্বত চূড়ায় স্থাপিত হয়, তাহা হইলে সেই পর্বত মোমের ন্যায় গলিয়া বহিয়া যাইবে।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, দোযখীগণকে আগ্নেয়-কড়া, আগ্নেয়-বেড়ী, আগ্নেয়-হাঁসুলী, আগ্নেয়-শৃঙ্খল, আগ্নেয়-নাকাল এবং আগ্নেয়-বস্ত্র পরাইয়া দেওয়ার পর আল্লাহ তাআলা দোযখ-প্রহরী ফেরেশতাকে আদেশ করিবেন, ইহাদিগকে ইহাদের নিজ নিজ বসবাসের স্থানে পৌঁছাইয়া দাও। তখন দোযখ হইতে আরও ভীষণতর শৃঙ্খল আনয়ন করা হইবে। ফেরেশতাগণ এক এক দল পাপীকে এক এক শৃঙ্খলে বেষ্টিত করিয়া দোযখের দিকে হিঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাইতে থাকিবে। প্রত্যেক পাপীদলের পশ্চাতে সত্তর সহস্র ফেরেশতা লাগিয়া থাকিবে। ফেরেশতাগণের হস্তে আগ্নেয়-চাবুক থাকিবে। সেই চাবুক দ্বারা পাপীগণকে প্রহার করিতে করিতে দোযখের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে। পাপীগণ দোযখের দ্বারে উপস্থিত হইলে ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে বলিবে, ইহা সেই দোযখ যাহার কথা তোমরা দুনিয়ায় থাকিতে বিশ্বাস কর নাই। এখন তোমরা ইহাতে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ কৃতকার্যের ফল ভোগ কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ .

চতুর্থ অধ্যায়

দোযখের আভ্যন্তরীণ অবস্থা

পাপীগণকে দোযখের দ্বারে দাঁড় করান হইলে দোযখের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইবে। দ্বার খুলিয়া দেওয়া মাত্রই দোযখ ভীষণভাবে গর্জিয়া উঠিবে এবং তাহার ভীষণ হইতে ভীষণতর অগ্নিশিখাসমূহ লকলক করিয়া উঠিবে। তৎপর দোযখ তাহার বিকট চীৎকারে পাপীগণকে এই বলিয়া আহ্বান করিবে, 'হে পাপীগণ! আমার মধ্যে প্রবেশ কর'। তৎপর দোযখ হইতে বহু ফেরেশতা বাহির হইয়া পাপীগণকে দলবদ্ধরূপে দোযখে নিক্ষেপ করিবে।

প্রথম ধাক্কায় নিম্নাভিমুখী পতন

নিক্ষেপের পর পাপীগণ সত্তর বৎসরের পথ নিম্নে যাইয়া দোযখস্থ পাহাড়ে ধাক্কা খাইবে। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাহাদের দেহ-চর্ম সত্তর বার পুড়িয়া সত্তর বার পুনর্গঠিত হইবে। দোযখস্থ পাহাড়ে উপনীত হইয়া পাপীগণ সর্বপ্রথম অতি তিক্ত, অতি উত্তপ্ত, অতি কণ্টকময় সিজ বৃক্ষ খাইতে পাইবে। পাপীগণ এই বৃক্ষ চিবাইতে থাকা অবস্থায় শাস্তিদাতা ফেরেশতা আসিয়া লৌহ মুগুর দ্বারা পাপীগণকে নির্দয়ভাবে প্রহার করিতে থাকিবে। সেই প্রহারে পাপীগণের অস্থি-মজ্জা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় ধাক্কায় আরও নিম্নাভিমুখী পতন

তৎপর ফেরেশতারা পাপীদের পা ধরিয়া পাহাড় হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করিবে। সেই নিক্ষেপে পাপীগণ আরও সত্তর বৎসরের পথ নিম্নে যাইয়া তত্রস্থ পাহাড়ে পতিত হইবে। এই সময়ের মধ্যে আরও সত্তর বার তাহাদের দেহ-চর্ম পরিবর্তিত হইবে। অথচ যে সিজ বৃক্ষ তাহারা

চিবাইতেছিল, তাহা তেমনিভাবে তখনও পর্যন্ত তাহাদের মুখে থাকিবে। উহা তাহারা গিলিতে পারিবে না, গলায় আটকাইয়া যাইবে ও তজ্জন্য তাহাদের শ্বাস রুদ্ধ হইবে। তখন তাহারা চীৎকার করিয়া পানি চাহিতে থাকিবে।

দোযখের নদী ও ঝরণা

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, দোযখস্থ পাহাড়ে বহু নদী ও ঝরণা রহিয়াছে। সেই নদী ও ঝরণার পানি দোযখে পড়িয়া থাকে। পাপীগণ পিপাসায় অস্থির হইয়া সেই নদী ও ঝরণার পানি পান করিতে যাইবে। পাপীগণ সেই ভীষণ গরম পানি যেমনই পান করিবে অমনি তাহাদের মুখের চর্ম ও মাংস গলিয়া খসিয়া পড়িবে। পানি পান করিতে যাইয়া এই দুরাবস্থা ঘটিলে পাপীগণ তথা হইতে পালায়ন করিতে উদ্যত হইবে। তখন ফেরেশতাগণ আসিয়া লৌহ মুগুর দ্বারা এরূপ প্রহার করিবে যে, তাহাতে তাহাদের অস্থি চূর্ণ হইয়া যাইবে।

তৃতীয়বার ধাক্কায় জাহান্নামের অতল তলে পতন

তৎপর তাহাদের দুই পা ধরিয়া তথা হইতে হিঁচড়াইয়া লইয়া আসিয়া পুনরায় নিম্নদিকে ফেলিয়া দিবে। সেই আগ্নেয় পাহাড় হইতে একশত চল্লিশ বৎসরের পথ নিম্নে অগ্নির হল্কার মধ্যে দিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে, পুড়িতে পুড়িতে পাপীগণ দোযখের তলে যাইয়া পড়িবে। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে পাপীগণের দেহ-চর্ম সত্তর বার পরিবর্তিত হইবে।

দোযখের পানীয়

নবীয়ে আখেরুয্যামান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, দোযখের পানি এইরূপ গরম যে, পাপীগণ উহা পান করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পেট জ্বলিয়া যাইবে, তাহাদের নাড়ী-ভুঁড়ি গলিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির হইতে থাকিবে। তাহাদের দেহের সমুদয় গোশত, হাড়, অস্থি গলিয়া যাইবে। এই দুরবস্থার উপর দোযখী ফেরেশতাগণ আসিয়া তাহাদের মুখ, পিঠ ও মাথায় তিনশত ষাট ফলা যুক্ত কাঁচি দ্বারা আঘাত করিতে থাকিবে। কাঁচির সেই ভীষণ আঘাতে তাহাদের মাথার খুলি উড়িয়া

যাইবে, তাহাদের পিঠ পাঁজর ভাঙ্গিয়া যাইবে। সেই অবস্থায় দোযখের ফেরেশতা তাহাদের পা ধরিয়া হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে যখন দোযখের মধ্যস্থলে লইয়া যাইবে তখন তাহাদের গায়ের চামড়া হইতে আগুন ছুটিবে এবং তাহাদের মুখ, নাক ও কান দিয়া আগুনের হল্কা বাহির হইতে থাকিবে। তাহাদের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া ফোস্কা পড়িয়া দুর্গন্ধ পুঁজ বহিয়া যাইতে থাকিবে। তাহাদের চক্ষুদ্বয় খসিয়া মুখের উপর ঝুলিতে থাকিবে। তৎপর তাহাদিগকে শয়তানদের ও সেই সকল মিথ্যা খোদাগণের সহিত অতি সঙ্কীর্ণ গৃহে আবদ্ধ করা হইবে, পাপীগণ দুনিয়াতে যাহাদের আরাধনা করিত ও যাহাদের নিকট তাহারা নিজেদের অভাব পূরণের প্রার্থনা জানাইত। দোযখীদের যখন এই ভীষণতর শাস্তি হইতে থাকিবে, তখন তাহারা দোয়া করিবে—হে খোদা! আমাদিগকে বিনাশ কর। তখন আল্লাহ তাআলা আদেশ করিবেন, ইহাদের মাল-মাত্তা উঠাইয়া লইয়া আস এবং উহা দোযখের আগুনে উত্তপ্ত কর। আদেশ মাত্রই তাহাদের মালমাত্তা লইয়া আসা হইবে এবং উহা দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করা হইবে। তৎপর তাহা দ্বারা তাহাদের কপালে ও পাঁজরে দাগ দেওয়া হইবে। অতঃপর সেই উত্তপ্ত মাল তাহাদের পিঠের উপর রাখা হইবে। উহা পিঠ, পেট ও বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইবে। তৎপর সেই পাপীগণকে শয়তানের নিকট উপস্থিত করা হইবে, যাহাদের গুনাহের বোঝা পাহাড়ের ন্যায় ভাড়ী হইবে। সেই পাহাড় সমান বোঝা তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে। তাহাতে তাহারা অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে, যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা আসিয়া ধরিবে।

দোযখীদের শরীরের আকৃতি

যন্ত্রণা ভোগের নিমিত্ত আল্লাহ দোযখীগণের দেহও সেইরূপভাবে গঠন করিবেন। তাহাদের শরীর একমাসের পথের পরিমাণ লম্বা হইবে ও পাঁচ দিনের পথের পরিমাণ চওড়া ও তিন রাত্রের পথের পরিমাণ মোটা হইবে। প্রত্যেক পাপীর মাথা পর্বতের ন্যায় বড় হইবে। দোযখীগণের নাসিকা অতি উচ্চ টিবির ন্যায় হইবে। উহাদের মাথার চুল 'সনুবর' বৃক্ষের ন্যায় লম্বা ও মোটা হইবে। দোযখীগণের উপরের ঠোঁট উপরে উঠিয়া যাইবে এবং নিম্নের ঠোঁট নব্বই গজ নিম্নে ঝুলিয়া পড়িবে। দোযখীগণের হাত দশ দিনের পথ পরিমাণ লম্বা এবং একদিনের পথের সমান মোটা হইবে।

দোযখীগণের দেহ পর্বতের ন্যায় মোটা এবং গাত্রচর্ম চল্লিশ গজ পুরু হইবে। তাহাদের চক্ষুগুলি হেরা পর্বতের ন্যায় বৃহৎ হইবে। পাপীগণের মস্তকে গলিত তামা ঢালিয়া দেওয়া হইবে।

আযাবগ্রস্ত কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় আসিলে

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যাহার কুদরতী হস্তে আমার জীবন রহিয়াছে, তাঁহার কসম, যদি দোযখীগণ সেই আগ্নেয়-শৃঙ্খল, আগ্নেয়-কড়া, আগ্নেয়-বেড়ী, আগ্নেয়-নাকাল, আগ্নেয়-হাঁসুলী পরিহিত অবস্থায় একবার দুনিয়ার লোকের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিত, তবে তাহাদিগকে দেখিবা মাত্রই লোকজন ছুটিয়া এইরূপ স্থানে যাইয়া লুকাইতো যাহাতে তাহারা সে দৃশ্য আদৌ দেখিতে না পায়।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, দোযখের আগুনে দোযখীগণের গাত্র-মাংস কাল হইয়া যাইবে, তাহাদের মাথার মগজ গলিয়া ঘৃতের ন্যায় ফুটিয়া সর্বাঙ্গে গড়াইয়া পড়িতে থাকিবে। তাহাতে দোযখীগণের দেহের সমুদয় জোড়া খুলিয়া যাইবে ও পুঁজ বহিতে থাকিবে।

দোযখীর শরীরে বিষাক্ত পোকা

দোযখীগণের গায়ে পোকা হইবে। সেই পোকা তাহাদের অস্থি, রক্ত ও মাংস গ্রাস করিতে থাকিবে। কারণ, উহা ব্যতীত সেই পোকাগুলির আর কোনও খাদ্য থাকিবে না। ফেরেশতাগণ দোযখীদিগকে আগুন ও পাথরের মধ্যে হিঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া বেড়াইবে। দোযখের আগুনের অঙ্গার তীরের ফলার ন্যায় তেজ আল যুক্ত হইবে।

আগুনের দরিয়া

দোযখীগণকে টানিতে টানিতে দোযখস্থ সমুদ্রের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। এই ভীষণ সমুদ্র হইবে সত্তর বৎসরের পথ লম্বা। এই সমুদ্রে পৌঁছিতে পৌঁছিতে পাপীগণের সর্বাঙ্গের জোড়া খুলিয়া যাইবে। প্রতিদিন অধিক হইতে অধিকতর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাইবার জন্য সত্তর সহস্র বার পাপীগণের গাত্রচর্ম পরিবর্তিত হইবে। দোযখীগণকে লইয়া দোযখ

সমুদ্রের প্রহরীগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলে প্রহরীগণ দ্রুতগতিতে পাপীগণকে দোযখ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে। সেই অগ্নিসমুদ্র এত অধিক গভীর যে, কেহই উহার গভীরতার পরিমাপ করিতে সক্ষম নহে। যিনি সেই সমুদ্রের স্রষ্টা তিনি উহার গভীরতা বিষয়ে জ্ঞাত।

তাওরাত গ্রন্থে লিখিত আছে, দোযখস্থ সমুদ্রের তুলনায় দুনিয়ার সমুদ্র সামান্য একটি প্রণালী। দোযখীগণকে ঐ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইলে পাপীগণ পরস্পর বলাবলি করিবে, ইতিপূর্বে আমরা যে শাস্তি ভোগ করিয়াছি, ইহার তুলনায় তা কিছুই নহে। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, দোযখীগণকে সেই সমুদ্রে একবার ডুবানো হইবে।

তৎপর তাহাদিগকে সমুদ্র হইতে উঠাইয়া সত্তর পৃথিবীর ব্যবধান পরিমাণ দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর দোযখের ফেরেশতাগণ উত্তপ্ত লৌহ-কাঁচি দ্বারা পাপীগণকে আঘাত করিতে করিতে পুনরায় সমুদ্রতটে আনিয়া আবার সেই সমুদ্রে সত্তর বৎসরের পথের সমান নিম্নে ডুবাইয়া দিবে। একশত চল্লিশ বৎসর গত হইবার পর তাহাদিগকে পুনরায় সমুদ্র হইতে উঠান হইবে।

তাহারা যেমনই একটু দম লইতে চেষ্টা করিবে, অমনি ফেরেশতাগণ দৌঁড়াইয়া আসিয়া অগ্নি-কাঁচি দ্বারা তাহাদিগকে ভীষণ আঘাত করিতে আরম্ভ করিবে। দোযখীগণ মাথা তুলিতে ইচ্ছা করিলে সেই মুহূর্তে সত্তর সহস্র কাঁচির প্রচণ্ড আঘাত প্রত্যেক দোযখীর মাথায় পড়িবে।

অতঃপর রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিতেছেন, দোযখীগণ সেই সমুদ্রে ততকাল পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করিবে, যতকাল আল্লাহ ইচ্ছা করিবেন। দোযখীগণের চর্ম ও মাংস দোযখ-সমুদ্রস্থ জীব-জন্তুর খাদ্য হইবে। তাহাদের কেবলমাত্র আত্মাই বাকী থাকিবে।

সাপ-বিচ্ছু

তাহারা বহু বৎসর কাল সমুদ্রে সাঁতার দিবার পর সমুদ্র তাহার শুষ্কতটে নিক্ষেপ করিবে। সমুদ্রতটে সত্তর সহস্র গহ্বর থাকিবে। প্রত্যেক ছিদ্র সত্তর বৎসরের পথ লম্বা হইবে। প্রত্যেক ছিদ্রে সত্তর সহস্র বিষধর সর্প থাকিবে। প্রত্যেক সর্পের মস্তকে সত্তরটি করিয়া চক্র থাকিবে। প্রত্যেক সর্প সত্তর

গজ লম্বা হইবে। প্রত্যেক চক্রে বিষের একটি পুটুলী থাকিবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক সর্পের মুখে বহু বৃশ্চিক থাকিবে। প্রত্যেক বৃশ্চিকের গাত্রে বহু গাইট থাকিবে। প্রত্যেক গাইটে একটি করিয়া বিষের পুটুলী থাকিবে।

বিচ্ছু ও সর্প দংশিত ব্যক্তির শরীরে দোযখের অগ্নি নিস্তেজ

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, পাপীগণ দোযখের সমুদ্র হইতে তটে তথা গহ্বরের নিকট উপস্থিত হওয়া মাত্র তাহাদিগকে নূতন চর্ম মাংস দিয়া গঠন করা হইবে এবং তাহাদের গাত্রে লোহার অলঙ্কার পরাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর সর্প ও বৃশ্চিক তাহাদের প্রতি আক্রমণ চালাইবে। এক একজন দোযখীকে সত্তর সহস্র সাপ ও সত্তর সহস্র বিচ্ছু দংশিতে থাকিলে তখন পাপীগণ চীৎকার ও ফরিয়াদ করিতে থাকিবে। কিন্তু কেহই তাহাদের ফরিয়াদ শুনিবে না। সেই ভয়ঙ্কর সাপ তাহাদের গায়ের মাংস কাটিয়া কাটিয়া খাইতে থাকিবে এবং সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিছা অনবরত তাহাদিগকে দংশন করিতে থাকিবে। উহাদের বিষে তাহাদের দেহ-মাংস গলিয়া খসিয়া পড়িতে থাকিবে। অনন্তর যখন তাহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইতে থাকিবে, তখন সত্তর বৎসর কাল পর্যন্ত সাপ ও বিচ্ছুর বিষের তেজে দোযখের আগুন তাহাদের দেহ জ্বালাইতে পোড়াইতে পারিবে না। এই সুদীর্ঘ সময় গত হইবার পর একাদিক্রমে তাহাদিগকে সত্তর বৎসর কাল দোযখের আগুন জ্বালাইতে পোড়াইতে থাকিবে। তাহাদের গাত্র-চর্ম পুড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নূতন চর্ম প্রস্তুত হইবে। এই নূতন চর্ম পুড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন চর্ম হইবে। এইরূপ হইতেই থাকিবে।

দোযখে খাদ্য পরিবেশন

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া দোযখীগণ খাবার চাহিলে ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্যে 'অলিমা' নামক খাদ্য লইয়া আসিবেন। উহা লৌহ অপেক্ষা শক্ত ও শুষ্ক হইবে। দোযখীগণ উহা অনবরত চিবাইতে থাকিবে, কিন্তু গিলিতে পারিবে না। অবশেষে নিরূপায় হইয়া উহা মুখ হইতে ফেলিয়া দিবে। কিন্তু ক্ষুধার যন্ত্রণায় তিষ্টিতে না পারিয়া দোযখীগণ দন্তের দ্বারা নিজেদের হস্তদ্বয়

কাটিয়া কাটিয়া খাইতে থাকিবে। প্রথমতঃ অঙ্গুলিগুলি খাইবে। তৎপর খাইতে খাইতে উভয় হস্ত সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিয়া স্কন্ধ পর্যন্ত খাইয়া ফেলিবে। মুখ বাড়াইয়া স্কন্ধের যতখানি পারিবে খাইয়া ফেলিবে। কেবলমাত্র মস্তক ও স্কন্ধের অবশিষ্ট অংশ বাকী থাকিবে। ইহার পর ফেরেশতারা আসিয়া পাপীগণকে ধরিবে ও দোযখস্থ কন্টকময় 'যাক্কুম' বৃক্ষের সহিত তাহাদিগকে নিম্নমুখী ঝুলাইয়া দিবে।

যাক্কুম

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সেই যাক্কুম বৃক্ষের প্রত্যেক শাখায় সত্তর সহস্র দোযখীকে ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে। দোযখীগণ যখন নিম্নমুখী হইয়া ঝুলিতে থাকিবে, তখন দোযখের আগুনও ভীষণ তেজে তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে। এই অবস্থায় তাহারা সত্তর বৎসর কাল ঝুলিতে ও অগ্নির আস্বাদ গ্রহণ করিতে থাকিবে। এমতাবস্থায় তাহাদের দেহ জ্বলিতে গলিতে ও নূতন করিয়া গঠিত হইতে থাকিবে। তদবস্থায় তাহাদের নাক, কান ও মুখ দিয়া আগুনের হল্কা বাহির হইতে থাকিবে। অতঃপর তাহাদের অঙ্গুলিগুলিতে লৌহ শিকল লাগাইয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে। ঐ অবস্থায় তাহারা সত্তর বৎসর কাল আগুনের আস্বাদ গ্রহণ করিবে।

অতঃপর তাহাদের মাথার চুলগুলির সাথে লৌহ শিকল জড়াইয়া কঠোর হইতে কঠোরতর শাস্তি দেওয়া হইতে থাকিবে। উহা এতদূর যে, আত্মা ব্যতীত তাহাদের শরীরের আর কিছুমাত্র বাকী থাকিবে না। সমুদয় জ্বলিয়া গলিয়া যাইবে। তাহাদের সর্বাঙ্গে মৃত্যু লক্ষণ দেখা দিবে, কিন্তু মৃত্যু হইবে না। এই কঠোর যন্ত্রণা ভোগের পর তাহাদিগকে আরও কঠোর শাস্তি প্রান করা হইবে। এই সমুদয় শাস্তি ভোগের পর দোযখীদের নিকট ফেরেশতা উপস্থিত হইবে এবং প্রত্যেক পাপীকে লৌহ শিকলে বাঁধিয়া হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে তাহাদের অবস্থান স্থলে লইয়া যাইবে।

দোযখীদের বাসগৃহ

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, দোযখীদের জন্য দোযখে তাহাদের কৃতকার্যের অনুরূপ গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

কোন কোন দোযখী এইরূপ গৃহ পাইবে যে, উহা দৈর্ঘ্যে এক মাসের পথ। সেই গৃহে প্রহরী ব্যতীত আর কেহই তাহার নিকটে থাকিবে না। আর কোন কোন দোযখীকে এইরূপ গৃহ দেওয়া হইবে যে, তাহার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ঊনিশ রাত্রের পথ হইবে। কোন কোন দোযখী একদিনের পথ দৈর্ঘ্য-প্রস্থের গৃহ পাইবে। গৃহের দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাতে শাস্তি কম-বেশী হইবে। কোন কোন দোযখীকে চীৎ করিয়া ফেলিয়া শাস্তি দেওয়া হইবে। কোন কোন দোযখী বসিয়া বসিয়া শাস্তি ভোগ করিবে। কেহ কেহ উপুড় হইয়া আর কেহ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আবার কখনোবা উল্টা-উন্ধা অবস্থায় শাস্তি পাইতে থাকিবে। দোযখীগণের জন্য দোযখে যত গৃহ নির্মিত হইয়াছে, তৎসমূহের শাস্তির কঠোরতায় দোযখীগণ নিতান্তই নাযেহাল থাকিবে।

পাপ পরিমাণ আযাব

আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, দোযখের আগুনে দোযখীগণ এইরূপ কয়েদ হইবে যে, কাহারও পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত, কাহারও হাঁটু পর্যন্ত, কাহারও কোমর পর্যন্ত, আর কাহারওবা গলা পর্যন্ত আগুনে ডুবিয়া থাকিবে। আবার কেহ কেহ আগুণে সম্পূর্ণই ডুবিয়া থাকিবে।

যে সময়ে দোযখের আগুন ভীষণভাবে জ্বলিয়া উঠিবে, তখন দোযখীগণ এক মাসের পথ দূরে থাকিতেই আগুনের মধ্যে ঢুকিয়া যাইবে। দোযখীগণ দোযখে এত অধিক রোদন করিবে যে, তাহাদের সমুদয় অশ্রু নিঃশেষ হইয়া অবশেষে তাহাদের চক্ষু দিয়া রক্তাশ্রু বহিয়া যাইতে থাকিবে। উহা এতদূর যে, সেই রক্তে নৌকা ছাড়িয়া দিলে তাহা ভাসিতে ও চলিতে পারিবে।

দোযখীদের সমাবেশ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, একদিন সমুদয় দোযখী একত্র হইবে। সেইদিন ব্যতীত আর কখনও একত্রিত হইবে না। ঐ দিন খোদার হুকুম অনুযায়ী এক ঘোষক ঘোষণা করিয়া বলিবে, হে দোযখীগণ! তোমরা সকলে একত্রিত হও। দোযখের সকল স্তরের পাপী সেই শব্দ শুনিয়া একস্থানে জড় হইবে। তাহাদের সহিত

প্রহরীগণও থাকিবে। দোযখীগণ একত্রিত হইয়া পরস্পর কথাবার্তা বলিতে থাকিবে। উহাদের মধ্যে যাহারা দুনিয়ায় দুর্বল, গরীব ছিল, তাহারা অহঙ্কারী ও গর্বীগণকে বলিবে, আমরা তোমাদের বাধ্য ছিলাম, তোমরা খোদার এই শাস্তি হইতে আমাদিগকে কিছু আসান করিতে পার কি? অহঙ্কারীগণ বলিবে, আমরা তো নিজেরাই আযাবে গ্রেফতার হইয়াছি। আল্লাহ তাহার বান্দাগণের জন্য যে আদেশ করিয়াছিলেন তাহা সত্য। তৎপর অহঙ্কারীগণ সেই দুর্বল দরিদ্রদিগকে বলিবে, তোমরা আমাদের নিকট সাহায্য চাহিতেছ? তোমরা যেন আদৌ শান্তি না পাও। তদুত্তরে দরিদ্রগণ বলিবে, তোমরাই যেন আদৌ শান্তি না পাও। কারণ তোমাদেরই জন্যে আমরা দুর্বল দরিদ্র শাস্তি ভোগ করিতেছি।

দোযখীদের পরস্পর কলহ

তৎপর দোযখী দরিদ্রগণ বদদোয়া করিবে, হে খোদা! যাহাদের জন্যে আমরা এই শাস্তি ভোগ করিতেছি, তাহাদিগকে এই শাস্তি অপেক্ষা দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান কর। ইহা শুনিয়া অহঙ্কারী দোযখীগণ বলিবে, আল্লাহ যদি আমাদিগকে সুপথ দেখাইতেন, তাহা হইলে আমরা তোমাদিগকে সেই পথে চালাইতাম। তখন দুর্বল দোযখীগণ বলিবে, তোমরা মিথ্যাবাদী। তোমরা দুনিয়ায় দিবারাত্র দাগাবাজী ও কারসাজি করিয়াছিলে এবং আমাদিগকে খোদার সহিত কুফরী করিতে ও খোদার সহিত শিরিকী করিতে বলিয়াছিলে। এই জন্য এখন আমরা তোমাদের প্রতি ও তোমাদের কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট, যে কাজের দিকে দুনিয়ায় তোমরা আমাদিগকে ডাকিতে।

শয়তানের বক্তৃতা

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর দোযখীগণ নিকটস্থ শয়তানের কাছে যাইয়া তাহাকে এই বলিয়া লা'নৎ করিবে—তুমিই ত আমাদিগকে কুপথগামী করিয়া এই শাস্তিতে নিক্ষেপ করিয়াছ। তখন শয়তান তাহাদিগকে জোর গলায় বলিবে, রে পাপীষ্ঠগণ! খোদা তোমাদের সাথে সত্য ওয়াদা করিয়াছিলেন এবং তিনি তোমাদিগকে তাঁহার দিকে ডাকিয়াছিলেন। কিন্তু তোমরা তাঁহার ওয়াদা

মিথ্যা জানিয়াছিলে। আমি তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করিয়াছিলাম তাহা ছিল মিথ্যা ওয়াদা। তাহা ছাড়া, তোমাদিগকে মিথ্যার দিকে আহ্বান করা ছাড়া তোমাদের উপর আমার আর কোনও ক্ষমতা ছিল না। তোমরা নিজেরাই মিথ্যার উপর আমার আদেশ মানিয়াছিলে। আমাকে লানৎ ও তিরস্কার করা তোমাদের ঘোর অন্যায়। তোমরা আমাকে লানৎ ও তিরস্কার করিও না। নিজেদের দুষ্কর্মের জন্য নিজেরা নিজেদের তিরস্কার কর। আজ আমিও তোমাদের প্রার্থনা শ্রবণকারী নহি, তোমরাও আমার প্রার্থনা শ্রবণকারী নহ। আজ আমি তোমাদিগকে কাফের বলিতেছি। ইহার পর এক ঘোষক ঘোষণা করিয়া বলিবে, যালেমগণের প্রতি খোদার লানৎ হউক। তখন সেই দুর্বল দরিদ্র দোযখীগণ অহংকারী ও গর্বিত দোযখীগণের প্রতি লানৎ করিবে এবং অহঙ্কারী দোযখীগণ ও দরিদ্র দোযখীগণ, উভয় দল শয়তানের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিবে, যদি আমাদের ও তোমার মধ্যস্থলে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত স্থলের মধ্যবর্তী স্থানের অনুরূপ ব্যবধান থাকিত, তবে কতো না উত্তম হইত। তোমার নিকটবর্তীতা আজ আমাদের জন্য মহা অকল্যাণের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুনিয়ায় তুমি আমাদের অসৎ পরিচালক ছিলে।

পঞ্চম অধ্যায়

মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা-তদবীর

অতঃপর দোযখীগণ পরস্পর পরস্পরকে বলিবে, চল সকলে মিলিয়া দোযখের খাজাঞ্চীর কাছে যাই। সম্ভবতঃ খাজাঞ্চী আমাদের মুক্তির জন্য খোদার নিকট অনুরোধ করিতেও পারে। তাহার ফলে আমাদের একটি দিনের শাস্তিও কদঞ্চিত সহজ হইতে পারে। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, দোযখীগণ শাস্তির উপর শাস্তি ভোগ করিয়া অবশেষে দোযখের খাজাঞ্চীর নিকট যাইয়া সুপারিশের জন্য কান্নাকাটি করিতে থাকিবে। সত্তর বৎসর পরে খাজাঞ্চী উত্তর দিবে যে, তোমাদের নিকট কি কোন পয়গাম্বর উপস্থিত হন নাই? তাহারা বলিবে, আমাদের নিকট পয়গাম্বর আসিয়াছিলেন। তখন খাজাঞ্চী বলিবে, আমি কিছুই করিতে পরিব না। তোমরা খোদা সমীপে দোয়া কর।

মালেক সমীপে তদবীর

খাজাঞ্চীর দ্বারা কোনই উপকার হইবে না বুঝিতে পারিয়া দোযখীগণ দোযখের সরদার মালেকের নিকট যাইয়া বলিবে, হে মালেক! তুমি আমাদের জন্য খোদার নিকট দোয়া কর, তিনি যেন আমাদের মৃত্যু দান করেন। মালেক ইহার উত্তরে বলিবেন, তোমরা অনন্তকালের জন্য এই দোযখে অবস্থান করিবে। তোমাদের আর কখনও মৃত্যু হইবে না।

আল্লাহ্ তাআলার সমীপে নিবেদন

দোযখীগণ মালেকের নিকটও নিরাশ হইয়া অবশেষে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা জানাইবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করুন। আমরা যদি আর কখনও পাপ কার্য করি,

তবে নিশ্চয়ই আমরা যালেম গণ্য হইব। আল্লাহ্ তাআলা সত্তর বৎসর পর ধীরভাবে বলিবেন, তোমরা দুর হও, আমার সহিত কথা বলিও না। খোদার দরবার হইতেও নিরাশ হইয়া দোযখীগণ পরস্পর বলাবলি করিবে, আমরা আমাদের শাস্তির জন্য কাঁদিতেই থাকি, আর সহ্য করিতেই থাকি উভয়ই সমান। আমাদের মুক্তির আর কোনই উপায় নাই। আমাদের জন্য সুপারিশকারী কেহই নাই। আমাদের দুঃখ-দরদীও কেহই নাই। এই মহাশাস্তি হইতে কোন প্রকার মুক্তি পাইলে আমরা সর্বদা ঈমানের উপর ঠিক থাকিতাম। কিন্তু সহস্র আক্ষেপ আমাদের মুক্তির কোনই উপায় দেখিতেছি না।

দিনের পর দিন কঠিনতর শাস্তি

অতঃপর ফেরেশতাগণ দোযখীদিগকে তাহাদের নিকট নিজ আগ্নেয়-মহলে টানিয়া আনিবে। তখন তাহাদের কঠিন হইতে কঠিনতর শাস্তি আরম্ভ হইবে। তাহাতে দোযখীগণ অত্যন্ত হেয়, নির্যাতিত ও অপদস্ত হইবে এবং নিজেদের অতীত কালের জন্য আক্ষেপ ও ফরিয়াদ করিবে এবং তাহাদের অনুসরণকারীগণের পাপের বোঝা উঠাইবার জন্য ঘাড় নত করিয়া দিবে। কারণ তখন তাহাদের কোনও উপায় থাকিবে না। আর সেই পাপের বোঝা হালকা হইবে না বা উহা হইতে কিছু লঘুও করা যাইবে না।

দোযখীগণের শাস্তির সংখ্যা মৃত্তিকার ধুলিকণা ও সমুদ্রের বারি বিন্দু-সমূহ হইতেও অধিক। দোযখ প্রহরীদিগের হুকুম দোযখীগণের প্রতি সর্বদাই জারি থাকিবে। প্রহরীগণের ভয়ঙ্কর মূর্তি ও বিকট শব্দ শুনিয়া দোযখীদিগের প্রাণ উড়িয়া যাইবে।

দোযখের প্রহরীগণের আকৃতি

প্রহরীগণের মুখ দিয়া বিদ্যুৎ ছুটিতে ও তাহাদের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে থাকিবে। আগ্নেয় ফেরেশতাগণের প্রকাণ্ড দাঁত দেখিয়া আতঙ্কে পাপীগণের প্রাণ উড়িয়া যাইবে। তাহাদের নখগুলি মহিষের শিং এর ন্যায় মোটা ও লম্বা। তাহাদের হাতে এইরূপ ভীষণ ভীষণ কাঁচি থাকিবে যে, তাহা দ্বারা যদি পাহাড়ে আঘাত করা হয় তবে পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। তাহারা সেই কাঁচি দ্বারা দোযখীদিগকে আঘাত করিতে থাকিবে। তাহার যন্ত্রণায় দোযখীগণের চক্ষু ফাটিয়া

রক্তধারা বহিয়া যাইবে। যন্ত্রণায় অতীষ্ট হইয়া দোযখীগণ প্রহরীগণের নিকট অনুনয় বিনয় ও কাকুতি মিনতি করিবে। কিন্তু প্রহরীগণ আদৌ উত্তর দিবে না বা কিছু মাত্র দয়া প্রকাশ করিবে না।

ঠাণ্ডা পানির দরখাস্ত

দোযখীগণ ঠাণ্ডা পানি চাহিলে ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে গলিত তাম্র পান করাইবে।

পানির পরিবর্তে পাথর

আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, দোযখে দোযখীগণের উপর ভয়ঙ্কর কাল মেঘ দেখা দিবে। সেই মেঘ বিদ্যুৎ ও গর্জনে পরিপূর্ণ থাকিবে। উহাতে এইরূপ অন্ধকার হইবে যে, তজ্জন্য প্রহরীগণকে দেখা যাইবে না। এই মেঘ যখন দোযখ ছাইয়া ফেলিবে, তখন এক ভয়ঙ্কর চীৎকার দ্বারা দোযখীগণকে বলা হইবে, হে দোযখীগণ! তোমরা কি ইচ্ছা কর যে, তোমাদের উপর বৃষ্টিপাত হউক? দোযখীগণ বলিবে, আমরা ঠাণ্ডা পানি পান করিতে ইচ্ছা করি। তখন সেই মেঘ হইতে পানির পরিবর্তে পাথর বৃষ্টি হইবে। তাহাতে দোযখীগণের মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

গরম পানি, কয়লা, লৌহ-কাঁটা, সাপ ও বিচ্ছু বর্ষণ

কিছুদিন পাথর বৃষ্টির পর আবার গরম পানি, কয়লা ও লৌহ কাঁটা বর্ষিতে থাকিবে। অতঃপর সাপ ও বিচ্ছু বর্ষিবে।

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যখন দোযখের আগ্নেয়-সমুদ্র উত্তাল হইয়া উঠিবে, তখন উহার ভীষণ তরঙ্গ দোযখস্থ পাহাড়, গহ্বর ও দোযখীগণকে ডুবাইয়া দিবে।

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন, দোযখীগণের প্রতি দোযখ আক্রোশভরে যখন দীর্ঘ প্রশ্বাস টানিয়া লইবে, তখন দোযখ দোযখীগণকে ও দোযখস্থ সমুদয় বস্তু গ্রাস করিয়া লইবে। দোযখীগণকে সর্বদাই নানাবিধ কঠোর শাস্তির দ্বারা সাজা দেওয়া হইতে থাকিবে। তাছাড়া তাহাদের প্রতি আল্লাহর লানৎ হইবে।

আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্ নার

আমরা আল্লাহর নিকট পূণ্য কার্যের শক্তি অর্জনের প্রার্থনা জানাইতেছি এবং দোযখ ও দোযখীগণের নিকটবর্তীতা হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে দোযখের ত্রিসীমা হইতে রক্ষা কর। আমাদের গলায় দোযখের হাঁসুলী কিংবা আমাদিগকে আগ্নেয়-বস্ত্র পরিধান করাইও না। আমাদিগকে দোযখের খাদ্য খাওয়াইও না। দোযখের পানি পান করাইও না। আমাদের প্রতি দোযখের প্রহরী নিযুক্ত করিও না। হে আল্লাহ! তুমি তোমার দয়া গুণে আমাদিগকে নিরাপদে পুলসিরাত পার হইবার শক্তি দান করিও। দোযখের সমুদয় অনিষ্টকারিতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাত নসিব করিও। হে সৃষ্টিসমূহের প্রতিপালক! আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর কর। আমীন। আল্লাহুম্মা আমীন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দোযখে বিভিন্ন গুনাহের শাস্তি ও শাস্তির ধরণ

দোযখের উত্তাপ

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যদি দোযখের কোন একটি ক্ষুদ্র দ্বার জগতের পূর্বদিক হইতে খুলিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহার উত্তাপে জগতের পশ্চিম প্রান্তের পর্বতগুলি গলিয়া বহিয়া যাইবে। আর যদি দোযখের একটি ফিন্‌কি উড়িয়া জগতের পশ্চিম প্রান্তে পতিত হয় তবে পূর্ব প্রান্তের লোকদের মাথার মগজ ফুটিয়া তাহাদের সর্বাঙ্গ দিয়া বহিয়া যাইবে।

নিম্নতম শাস্তি

দোযখে দোযখীগণের নিম্নতম শাস্তি এই হইবে যে, তাহাদিগকে আগুনের জুতা পরান হইবে। তাহাতে তাহাদের নাসিকা ও কর্ণ দিয়া অগ্নি বাহির হইতে ও তাহাদের মাথার মগজ ঘৃতের ন্যায় ফুটিতে থাকিবে। আর যে সকল পাপী দোযখের কাছাকাছি থাকিবে তাহাদিগকে দোযখের পাথরের উপর শোয়াইয়া দেওয়া হইবে। সেই ভীষণ উত্তপ্ত পাথরের উপর শোয়াইতেই তাহারা খোলা হাঁড়িতে খই ফোটার ন্যায় ছুটাছুটি করিতে থাকিবে। তাহা এইরূপ ভীষণতর হইবে যে, ছুটিয়া ছুটিয়া তাহারা এক পাথর হইতে দ্বিতীয় পাথরে, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় পাথরে, তৃতীয় পাথর হইতে চতুর্থ পাথরে, এইরূপে সমুদয় পাথরে ছুটিয়া বেরাইতে থাকিবে। দোযখীগণকে এইরূপে তাহাদের প্রত্যেক পাপকার্যের শাস্তি প্রদান করা হইবে।

হে খোদা! আমরা পাপ কার্য হইতে ও পাপ কার্যের নিকটবর্তীতা হইতে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

বেহায়পনা ও বেপর্দার শাস্তি

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ নিজেদের লজ্জাস্থানকে পাপ কার্য হইতে রক্ষা করে না, তাহাদের লজ্জাস্থানে লৌহ-শৃঙ্খল লাগাইয়া তাহাদিগকে দোযখে ঝুলাইয়া রাখা হইবে। তাহাদের সমস্ত গাত্র মাংস জ্বলিয়া গলিয়া বহিয়া যাইতে থাকিবে। কেবলমাত্র আত্মা বাকী থাকিবে। এইভাবে দুনিয়ায় স্থায়িত্বকাল পরিমাণ সময় পর্যন্ত তাহাদিগকে উল্লিখিতরূপে ঝুলাইয়া রাখা হইবে। অনন্তর তাহাদিগকে নামাইয়া নূতন হাড় ও চামড়া পরাইয়া নূতন শরীর গঠন করিয়া দেওয়া হইবে এবং পূর্বের ন্যায় শাস্তি দেওয়া হইতে থাকিবে।

পাপাত্মাগণের প্রহার কার্যে সত্তর সহস্র ফেরেশতা নিযুক্ত হইবে। বদকারগণ দুনিয়ায় যতকাল বাঁচিয়া ছিল ততকাল পর্যন্ত তাহারা মার খাইতে থাকিবে। মারের চোটে তাহাদের হাড়, মাংস, চর্ম সমুদয় দলা পাকাইয়া যাইবে। তথাপি তাহাদের মৃত্যু হইবে না। যিনাকার পুরুষ ও যিনাকারিণী নারীগণের প্রতি এই ভীষণ শাস্তি হইতে থাকিবে।

চুরি-ডাকাতির শাস্তি

আর যাহারা চুরি করিবে, তাহাদের শরীরের প্রত্যেক জোড়া একটি একটি করিয়া কাটিয়া ফেলা হইবে। কাটা শেষ হইলে পুনরায় উহা ঠিক করিয়া আবার কাটিতে আরম্ভ করা হইবে। এইরূপে তাহাদিগকে অনবরত কাটিয়া ও জোড়া দিয়া শস্তি দেওয়া হইতে থাকিবে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক চোরকে সত্তর সহস্র আগ্নেয় ফেরেশতা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছুরি দ্বারা আঘাত করিতে থাকিবে।

মিথ্যা সাক্ষ্যদানের শাস্তি

আর যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে তাহাদের জিহ্বায় শিকল লাগাইয়া দোযখের মধ্যে ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে। তৎপর সত্তর সহস্র ফেরেশতা আগ্নেয়-চাবুক দ্বারা পাপীগণকে প্রহার করিবে, তাহাতে তাহাদের সর্বাঙ্গ মথিত হইয়া কেবলমাত্র আত্মা বাকী থাকিবে।

শিরকের শাস্তি

আর যাহারা আল্লাহর সহিত শরীক করিত, তাহাদিগকে আগ্নেয়-সর্প ও আগ্নেয়-বৃশ্চিকপূর্ণ গহ্বরে আবদ্ধ করা হইবে। সেই সর্প ও বৃশ্চিক পাপীগণকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে থাকিবে। প্রতি ঘন্টায় সর্প ও বৃশ্চিক পাপীগণের দেহ সত্তরবার গ্রাস করিবে এবং উহা সত্তরবার পুনর্গঠিত হইবে।

অহঙ্কারী ও যালেমের শাস্তি

আর যাহারা দুনিয়ায় অহঙ্কার বা লোকের প্রতি অত্যাচার করিবে, তাহাদিগকে আগ্নেয়-সিন্দুকে ভরিয়া তালাবদ্ধ করা হইবে। তৎপর সেই সিন্দুক দোযখের সর্ব নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করা হইবে।

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, অহঙ্কারী ও অত্যাচারীগণ প্রত্যেক ঘন্টায় নিরানব্বই প্রকার নূতন নূতন শাস্তি ভোগ করিবে এবং প্রতিদিন তাহাদের মুখের চামড়া সহস্রবার পরিবর্তিত হইবে।

আত্মসাৎকারীর শাস্তি

আর যাহারা গনীমতের মাল হইতে চুরি করিবে, ফেরেশতাগণ সেই চুরিকৃত মাল দোযখস্থ আগ্নেয়-সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া চোরদিগকে বলিবে, তোমরা যাহা চুরি করিয়াছিলে, সমুদ্রে ডুব দিয়া তাহা উঠাইয়া লইয়া আস। সেই যে অনল-সমুদ্র, তাহার গভীরতা বিষয়ে কেবল মাত্র তিনিই জ্ঞাত, যিনি তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন। পাপীগণ সেই সমুদ্রে, সেই সময় পর্যন্ত ডুব দিয়া থাকিবে, যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ ইচ্ছা করিবেন। তৎপর যখন মাথা তুলিবে ও কিঞ্চিত দম লইতে ইচ্ছা করিবে, তখন প্রকাণ্ড কাঁচি দ্বারা সহস্র সহস্র ফেরেশতা তাহাদের প্রত্যেককে আঘাত করিতে থাকিবে।

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা ইহা ধার্য করিয়াছেন যে, দোযখীগণ দোযখে কয়েক 'হোক্বা' অবস্থান করিবে। কিন্তু ইহা জানা যায় না যে, সেই কয়েক হোক্বা কতকাল। তবে শুধু ইহা জানা আছে যে, আশি হাজার বৎসরে এক হোক্বা। তিনশত ষাট দিবসে এক বৎসর হইবে। এক একটি দিন দুনিয়ার সহস্র বৎসরের সমান বড় হইবে।

পরন্তু ধ্বংস তাহাদের জন্য যাহারা দুনিয়ায় সূর্যের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না, অথচ দোযখের আগুন তাহাদের মুখগুলিকে জ্বালাইয়া দিবে। ধ্বংস সেই সকল লোকের জন্য যাহারা সামান্য মাথা ব্যথার জন্য মাথায় ঠাণ্ডা তেল লাগাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু সেদিন তাহাদের সেই মাথায় দোযখের ফুটন্ত পানি ঢালিয়া দেওয়া হইবে।

আর সেই চক্ষু যাহা এখানে সামান্য যন্ত্রণাও সহ্য করিতে পারে না, তাহার জন্যও ধ্বংস। ধ্বংস সেই সকল কর্ণের জন্যও যেগুলি দুনিয়ায় কুকথা শুনিয়া আমোদ পায়, অথচ সেদিন ঐ সকল কানের ছিদ্র দিয়া আগুনের হল্কা বাহির হইতে থাকিবে।

আরও ধ্বংস সেই নাসিকার জন্য, যে সকল নাসিকা আজ মৃত জীবজন্তুর গন্ধে অসহ্য বোধ করে। অথচ সেদিন সেই সকল নাসিকার ছিদ্র অগ্নিভর্তি থাকিবে। আরও ধ্বংস সেই গ্রীবাসমূহের জন্য, যে সকল গ্রীবা সামান্য বোঝা বহিতে কষ্ট বোধ করে। অথচ সেদিন ঐ সকল ঘাড়ে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর শিকল চাপিয়া বসিবে।

আরও ধ্বংস সেই গাত্র চর্মের, যে গাত্রচর্ম মোটা, কর্কশ বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে না। অথচ সেদিন সেই চর্মে কণ্টকময় দুর্গন্ধ বস্ত্র পরাইয়া দেওয়া হইবে। আরও ধ্বংস সেই উদরের জন্য যে উদর তুচ্ছ বেদনাও সহ্য করতে পারে না, অথচ সেদিন ঐ উদরে ফুটন্ত পানি উত্তপ্ত কণ্টকময় যাক্কুমসহ প্রবিষ্ট হইবে ও তাহাতে তাহাদের উদরস্থ নাড়ী-ভুড়ি কাটিয়া কাটিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির হইতে থাকিবে।

আরও ধ্বংসপ্রাপ্তি সেই পদসমূহের জন্য যে সকল পা জুতা ব্যতীত এক পাও চলিতে পারে না। অথচ সেদিন সেই সকল পায়ে আগুনের জুতা পরাইয়া দেওয়া হইবে। সেই সকল লোকের জন্য ধ্বংস।

হে আল্লাহ! তুমি তোমার দয়া ও অনুগ্রহ করে আমাদিগকে সেই লোকদের অন্তর্গত করিও না, যাহারা দোযখী।

দোযখের হিমাঞ্চল

কথিত আছে, দোযখে এক অঞ্চল রহিয়াছে যাহা শুধু বরফে আচ্ছাদিত। দুনিয়ার সাইবেরিয়ার বরফ অঞ্চল থেকে সহস্রগুণ ঠাণ্ডা। দোযখীদেরকে আগুনের সাগর থেকে টানিয়া এখানের বরফের চটানের উপর ফেলিয়া

দেওয়া হইবে। তাহাতে শীতের চোটে হাড়-মাংস তক্তার মত শক্ত হইয়া যাইবে। তাহাদের আর্তনাদে কেহই সমবেদনা প্রকাশ করার থাকিবে না। অনন্তর তাহারা নিজেরাই দৌড়াইয়া আগুন সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। শীতের আতিশয্যে শরীর এমন অবশ হইবে যে ৭০ বৎসর পর্যন্ত জাহান্নামের আগুন তাহাদের শরীরে কোন আসরই করিবে না।

দোযখীদের খাদ্য হইবে তাহাদের গলিত পুঁজ, যাক্কুম ও দারী, উষ্ণ পানি। বলা হয়, যদি দোযখের পুঁজের এক বালতি কিংবা যাক্কুমের একবিন্দু এই দুনিয়ার সাগরে ফেলিয়া দেওয়া হইত তবে পৃথিবীর অধিবাসীর পক্ষে এখানে বসবাস অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত।

সর্পদংশন

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, দোযখে বোখতের উটের গ্রীবার ন্যায় সর্প আছে। উহা একবার দংশন করিলে ৪০ বৎসর পর্যন্ত উহার বিষের ক্রিয়া বর্তমান থাকে। উহাতে এমন বিচ্ছু আছে যাহা দংশন করিলে ৪০ বৎসর উহার বিষক্রিয়া হইতে থাকে।

মৌতের মৌত

দোযখবাসীদের ডাকা হইবে। তাহারা বহু কষ্টে দোযখের কিনারায় আসিয়া জমা হইবে। তখন মৃত্যুকে একটি সাদা মেষ শাবকের আকৃতিতে সেখানে উপস্থিত করা হইবে। দোযখীদিগকে দেখাইয়া উহা জবাই করা হইবে। ইহার পর ঘোষণা করা হইবে, জান্নাতীগণ চিরস্থায়ী জান্নাতে, তাহাদের আর কখনও মৃত্যু হইবে না। এমনিভাবে দোযখীগণ চিরস্থায়ী, দোযখে, তাহাদেরও আর কখনো মৃত্যু হইবে না। ইহা দেখিয়া দোযখীরা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবে।

পর্বতশৃঙ্গ হইতে নিক্ষেপ

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দোযখে ছউদ নামে একটি পাহাড় আছে। দোযখীদিগকে উহার উপরে উঠান হইবে ও পুনরায় চূড়া হইতে নীচে নিক্ষেপ করা হইবে। দোযখীদিগকে অনবরত ৭০ বৎসর যাবত উঠান হইবে, অতঃপর নিক্ষেপ করিলে ৭০ বৎসর যাবত গড়াইয়া পড়িতে থাকিবে। এইভাবে অনন্তকাল পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।

গযবের বৃষ্টি

হাদীস শরীফে আসিয়াছে, দোযখীগণ উপরে কাল মেঘ দেখিতে পাইবে। ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের কী আকাঙ্ক্ষা? তাহারা বলিবে, আমাদের ইচ্ছা এই যে, এই মেঘরাশি আমাদের উপর বর্ষণ হউক। সঙ্গে সঙ্গে ঐ মেঘরাশি গর্জন করিয়া বর্ষিত হইতে থাকিবে। কিন্তু পানির পরিবর্তে সাপ, বিচ্ছু, বেড়ী ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষিতে থাকিবে। ফলে তাহারা জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে।

উষ্ণপানি

হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফরমান, যখন গরম পানিতে দোযখীদের গর্দান চুবাইয়া উঠান হইবে, তখন কঙ্কাল ও চক্ষু ছাড়া তাহাদের শরীরে মাংসের চিহ্নও থাকিবে না।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, তাহাদের মাথার উপর ভীষণ উত্তপ্ত পানি ঢালিয়া দেওয়া হইবে। যদ্দরুন উহাদের পেটের ভিতরের যাবতীয় পদার্থ এবং শরীরের চর্মসমূহ গলিয়া যাইবে।

লৌহগুর্জ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জাহান্নামের একটি লৌহ গুর্জ যদি যমীনের উপর রাখা হয় তবে দুনিয়ার সমস্ত জিন ও মানব সকলে মিলিয়াও উহাকে উঠাইতে পারিবে না। অন্যত্র আছে, জাহান্নামের একটি গুর্জ দ্বারা যদি কোন পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয় তবে সম্পূর্ণ পাহাড় ছাই-ভস্ম হইয়া যাইবে।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, যখনই তাহাদের চর্মসমূহ জ্বলিয়া খসিয়া পড়িবে তখনই আমরা তদস্থলে তাহাদের নূতন চর্ম তৈয়ার করিয়া দিব, যাহাতে তাহারা বারংবার শাস্তি পাইতে থাকে।

গলার আওয়াজ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যাহারা পাপীষ্ঠ-বদবখত তাহারা জাহান্নামের মধ্যে গাধার ন্যায় চীৎকার করিতে থাকিবে।

পোশাক-পরিচ্ছদ

অন্যত্র ইরশাদ করেন, তাহাদের পোশাক গন্ধকের তৈয়ারি হইবে এবং আগুন তাহাদের মুখমণ্ডলকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, 'কেতরান' শব্দের অর্থ গলিত তাম্র। জাহান্নামীদের শরীরে উহারই তৈয়ারি পোশাক জড়াইয়া দেওয়া হইবে, যাহা আগুনের মত গরম হইবে।

দোযখীদের মধ্যে সংখ্যায় মহিলারাই বেশি

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি বেহেশতের মধ্যে অভাবগ্রস্থ গরীব মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি দেখিয়াছি এবং দোযখের মধ্যে মেয়েলোকের সংখ্যাই বেশি দেখিয়াছি।

সপ্তম অধ্যায়

দোযখ হইতে বাঁচিবার পথ

প্রথম পর্যায়

১। ঈমান ও একীনকে দুরস্ত করিয়া নেওয়া। সর্বপ্রকার গায়রুল্লাহ থেকে দিলকে পাক রাখা। কোন মাখলুকের প্রভাব অন্তরে স্থান না দেওয়া।

২। পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময় মত আদায় করা। নামাযের যাবতীয় দোয়া সহী করা ও মাসাইল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখা।

৩। মৌলিক পর্যায়ের ইসলামী ইলম শিক্ষা করতঃ আমলে পরিণত করা এবং নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখিয়া আল্লাহ্ তাআলার যিকির করা।

৪। মানব সুলভ গুণসমূহকে নিজের মধ্যে জাগাইয়া তোলা এবং পশু সুলভ খাছ্লতগুলি সংযত করা।

৫। যাবতীয় কাজকর্মে লিল্লাহিয়াত পয়দা করা। রিয়া ও প্রদর্শন স্পৃহা অন্তর থেকে ধুইয়া ফেলা।

৬। নিজের মধ্যে পূর্ণ ইসলামকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নিজের জান ও মালকে সারা জীবন খরচ করা।

দ্বিতীয় পর্যায়

১। যাহারা ফজর ও মাগরিবের ফরয নামাযের পর ঐ স্থানে বসা থাকা অবস্থায় এই কালেমা সাতবার পাঠ করিবে—

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ

'আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার' আল্লাহ পাক তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং জান্নাত নসীব করিবেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত কতিপয় দোয়া

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ تَسْقِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوْفِ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَكُوْنَ الدَّمُ دَمًا وَالْاَضْرَاسُ جَمْرًا .

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! অসংখ্য চক্ষু রক্ত অশ্রু বর্ষণের পূর্বে এবং অসংখ্য অপরাধীর দাঁড়ি পুড়িা ছাই হওয়ার পূর্বে আমাকে এমন চক্ষুদ্বয় দান করুন, যাহা আপনার আযাব-গযবের ভয়ে অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়া অন্তর সিক্ত করে। —ইবনে আসাকের

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ الْاَشْيَآءِ اِلَيَّ كُلِّهَا وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ اَخْوَفَ الْاَشْيَآءِ عِنْدِىْ وَاقْطَعْ عَنِّىْ حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ اِلٰى لِقَائِكَ وَاِذَا اَقْرَرْتَ اَعْيُنَ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَاَقْرِرْ عَيْنِىْ مِنْ عِبَادَتِكَ .

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এইরকম করিয়া দিন, যেন বিশ্বের সমস্ত জিনিস অপেক্ষা আপনার প্রতি আমার ভালবাসা বেশী হয় এবং সমস্ত জিনিস অপেক্ষা আপনার ভয় যেন বেশী হয়। আপনার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহকে আমার উপর এতো বেশী প্রভাবশালী করিয়া দিন, যেন ইহার ফলে দুনিয়ার যাবতীয় প্রয়োজন বিলীন হইয়া যায়। যেখানে অসংখ্য দুনিয়াবাসীকে সৌন্দর্য দান করিয়া তাহাদের চক্ষু শীতল করিয়া দিয়াছেন, সেখানে আমার চক্ষুকে আনুগত্য ও ইবাদত বন্দেগী দ্বারা শীতল করিয়া দিন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ اِلٰى حُبِّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِىْ وَاَهْلِىْ وَمِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ .

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি আপনার ভালবাসা, আপনার সেই বান্দাদের ভালবাসা, যাহারা আপনাকে ভালবাসে

এবং এমন আমল যাহা আমাকে আপনার ভালবাসার স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে। হে আল্লাহ্! আপনার ভালবাসাকে আমার নিকট আমার জীবন, আমার পরিজন ও শীতল পানি অপেক্ষা প্রিয় করিয়া দিন।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَّنْفَعُنِىْ حُبُّهٗ عِنْدَكَ اَللّٰهُمَّ فَكَمَا رَزَقْتَنِىْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّىْ فِيْمَا تُحِبُّ اَللّٰهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّىْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّىْ فِيْمَا تُحِبُّ ○

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে আপনার ভালবাসা দান করুন এবং যাহাদের ভালবাসা আমার জন্য আপনার কাছে উপকারী হইবে, সেইসব বান্দাদের ভালবাসা দান করুন। হে আল্লাহ! আমার কামনা-বাসনার যেই জিনিস আপনি আমাকে দান করিয়াছেন, তাহা দ্বারা আপনার মনঃপুত কাজ করার শক্তি দিন, আমার কামনা বাসনার যে জিনিস আমাকে দান করেন নাই (আমার সময়সমূহকে তাহা হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন) আমি যেন সেই সময় সুযোগকে আপনার পনঃপুত কাজে ব্যবহার করিতে পারি, সেই সুযোগ আপনি আমাকে দান করুন।

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِىْ رُشْدِىْ وَاَعِذْنِىْ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! যে কাজ করিলে আমার কল্যাণ হয়, এমনসব কাজ আপনি আমার অন্তরে ঢালিয়া দিন এবং আমর নফসের ক্ষতিকর কাজ হইতে আমাকে আপনার আশ্রয়ে রাখুন। —তিরমিযী শরীফ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ضَعِيْفٌ فَقَوِّ فِىْ رِضَاكَ ضُعْفِىْ وَخُذْ اِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيَتِىْ وَاجْعَلِ الْاِسْلَامَ مُنْتَهٰى رِضَائِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ضَعِيْفٌ فَقَوِّنِىْ وَاِنِّىْ ذَلِيْلٌ فَاَعِزَّنِىْ وَاِنِّىْ فَقِيْرٌ فَارْزُقْنِىْ ○

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি দুর্বল, আপনার সন্তুষ্টির পথে আমার দুর্বলতাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করিয়া দিন। আমার ভাগ্যকে ভালোর

দিকে ফিরাইয়া দিন। ইসলামকে আমার চরম পছন্দের বস্তু বানাইয়া দিন। হে আল্লাহ! আমি দুর্বল, আমাকে শক্তি দিন। আমি মর্যাদাহীন, আমাকে মান-মর্যাদা দিন। আমি ফকির ও নিঃস্ব, আপনি আমাকে দান করুন।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْخَلَّاقُ الْعَظِيْمُ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ الْجَوَّادُ الْكَرِيْمُ فَاغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَ عَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَاسْتُرْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَارْفَعْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَ لَاتُضِلَّنِىْ وَاَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনিই মহান সৃষ্টিকর্তা, আপনি সব কিছু শোনেন এবং জানেন। আপনি অত্যাধিক ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু। আপনি মহান আরশের মালিক। আপনি মহান দানশীল। অতএব আপনি আমাকে মাফ করুন, আমাকে রহম করুন, আমাকে নিরাপত্তা দান করুন, আমাকে জীবিকা দান করুন, আমার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখুন, আমার ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করিয়া দিন, আমার মর্যাদা বাড়াইয়া দিন, আমাকে হেদায়াত দান করুন, আমাকে বিপথগামী করিবেন না, আপনি নিজ দয়ায় আমাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন—হে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। —দায়লামী

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْحُزْنِ وَ الْعَجْزِ وَ الْكَسَلِ وَ الْجُبْنِ وَ الْبُخْلِ وَ ضَلَعِ الدَّيْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি চিন্তা, শোক, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের প্রভাব হইতে। —মিশকাত শরীফ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَ الْهَرَمِ وَ الْمَغْرَمِ وَ الْمَاْثَمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ فِتْنَةِ النَّارِ وَ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি অলসতা, বার্ধক্য, ঋণ ও গোনাহ হইতে। হে আল্লাহ! আমি দোযখের শাস্তি, দোযখের বিপদ, কবরের বিপদ, কবরের শাস্তি, সম্পদের প্রভাবের অনিষ্ট, দেউলিয়াত্ব ও মুখাপেক্ষিতার অনিষ্ট এবং দাজ্জালের বিপদ হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। —বুখারী ও মুসলিম শরীফ

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوٰىهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا . اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّايَنْفَعُ وَ مِنْ قَلْبٍ لَّايَخْشَعُ وَ مِنْ نَّفْسٍ لَّا تَشْبَعُ وَ مِنْ دَعْوَةٍ لَّايُسْتَجَابُ لَهَا .

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার অন্তরে তাকওয়া দান করুন এবং অন্তরকে পবিত্রতা দান করিয়া পরিষ্কার বানাইয়া দিন। আপনিই সর্বোত্তম পবিত্রতা দানকারী। আপনিই তাহার অভিভাবক ও মালিক। হে আল্লাহ! আমি উপকারহীন জ্ঞান, নম্রতাহীন অন্তর, অতৃপ্ত মন এবং কবুলের অযোগ্য দোয়া হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَ فُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَ جَمِيْعِ سَخَطِكَ .

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নেয়ামত রহিত হওয়া, আপনার নিরাপত্তা হইতে বাহির হওয়া, আপনার আকস্মিক আযাব এবং আপনার সর্বপ্রকার অসন্তুষ্টি ও অসন্তোষ হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ وَ سُوْءِ الْاَخْلَاقِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি পরস্পরের বিরোধিতা, নিফাক ও অসৎ চরিত্র হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। —আবু দাউদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَ مِنْ شَرِّ بَصَرِىْ وَ مِنْ شَرِّ لِسَانِىْ وَ مِنْ شَرِّ قَلْبِىْ وَ مِنْ شَرِّ مَنِيِّىْ .

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের কান, চোখ, মুখ, অন্তর ও কামভাবের অনিষ্ট হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

—তিরমিযী শরীফ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهٗ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি ক্ষুধা ও উপবাস হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। কেননা, উহা অত্যন্ত খারাপ সংগী এবং খিয়ানত করার অপরাধ হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। কেননা, উহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট সহচর। —আবু দাউদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَيِّءِ الْاَسْقَامِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি কুষ্ঠরোগ, বসন্ত, মস্তিষ্ক বিকৃতি ও সকল প্রকার খারাপ রোগ থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

—আবু দাউদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ التَّرَدِّىْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ يَتَخَبَّطَنِىَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! (আমার উপর কোন ঘর-বাড়ি ও দেয়াল) ধ্বসিয়া পড়া হইতে, কোন উচ্চস্থান হইতে নীচে পড়িয়া যাওয়া হইতে, নদীতে ডুবিয়া যাওয়া হইতে, আগুনে পুড়িয়া যাওয়া হইতে এবং জীবনের শেষে বার্ধক্য হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। মৃত্যুর সময় শয়তানের কুমন্ত্রণায় আবদ্ধ হওয়া হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

—আবু দাউদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ فِىْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! জিহাদের ময়দানে পিঠ ফিরাইয়া পলায়নের সময় মৃত্যু হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং কোন বিষাক্ত প্রাণীর ছোবলে মৃত্যু হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। —আবু দাউদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি যেসব কাজ করিয়াছি সেই সব কাজের অনিষ্ট হইতে এবং যাহা করি নাই উহার অনিষ্ট হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। —মুসলিম শরীফ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَحْسَنُوْا اِسْتَبْشَرُوْا وَاِذَآ اَسَاؤُوْا اِسْتَغْفَرُوْا.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে সেইসব বান্দাদের মধ্যে শামিল করিয়া দিন, যে বান্দাগণ নেক কাজ করিয়া আনন্দিত হয় এবং যাহারা কোন খারাপ কাজে জড়াইয়া পড়িলে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

—ইবনে মাজাহ শরীফ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট হেদায়াত, তাকওয়া, সতীত্ব ও স্বচ্ছলতা প্রার্থনা করিতেছি। —মুসলিম শরীফ

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সকল কাজের শুভ পরিণাম দান করুন এবং আমাদিগকে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা ও আখেরাতের আযাব হইতে রক্ষা করুন। —মুসনাদে আহমদ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ مَا رَزَقْتَنِىْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার গোনাহ্ মাফ করিয়া দিন, আমার বাসস্থান প্রশস্ত করিয়া দিন এবং আপনি আমাকে যে রিযিক দান করিয়াছেন, তাহাতে বরকত দান করুন। —হিছনে হাছীন

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ضَعِيْفٌ فَقَوِّنِىْ وَاِنِّىْ ذَلِيْلٌ فَاَعِزَّنِىْ وَاِنِّىْ فَقِيْرٌ فَارْزُقْنِىْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি দুর্বল, আমাকে শক্তি দিন, আমি মর্যাদাহীন, আমাকে সম্মান দান করুন, আমি অভাবী আপনি আমাকে রিযকি দান করুন। —মিশকাত শরীফ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ

অর্থ ঃ হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, আপনি আমাদের অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর সুদৃঢ় রাখুন। —তিরমিযী শরীফ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ مِنِّىْ بِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মাফ করিয়া দিন, আমি যাহা পূর্বে করিয়াছি, যাহা পরে করিয়াছি, যাহা গোপনে করিয়াছি, যাহা প্রকাশ্যে করিয়াছি এবং যাহা আপনি আমার চেয়েও ভাল জানেন। আপনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। —মিশকাত শরীফ

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদের (ঈমানী শক্তি) বাড়াইয়া দিন, কমাইয়া দিবেন না; আমাদের সম্মানিত করুন, অসম্মান করিবেন না, আমাদের দান করুন, বঞ্চিত করিবেন না; আমাদেরকে প্রাধান্য দিন, আমাদের উপর (কাউকে) প্রাধান্য দিবেন না; আমাদের সন্তুষ্ট রাখুন এবং আমাদের প্রতি আপনি সন্তুষ্ট থাকুন। —মিশকাত শরীফ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَاَسْاَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْاَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ .

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দ্বীনের ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রার্থনা করিতেছি। আমি আপনার নিকট পূর্ণ হিদায়াত প্রার্থনা করিতেছি। আমি আপনার নিয়ামতের শোকরগোযারী ও আপনার ইবাদত সুন্দরভাবে করার তওফীক প্রার্থনা করিতেছি এবং সত্যবাদী রসনা ও সুস্থ অন্তঃকরণ প্রার্থনা করিতেছি। আমি আপনার নিকট আপনার জানা বিষয়ের অনিষ্ট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আমি আপনার নিকট আপনার জানা বিষয়ের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। আমি আপনার নিকট আপনার জানা গোনাসমূহ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি গোপন বিষয়সমূহ সর্বোতরূপে জ্ঞাত। —নাসায়ী শরীফ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ نَفْسًا مُّطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وَ تَرْضٰى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ .

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন সুস্থির মন প্রার্থনা করি, যাহা আপনার সাথে সাক্ষাতের বিশ্বাস রাখে, যাহা আপনার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে এবং আপনার দানে পরিতৃপ্ত থাকে। —মাআরেফুল হাদীস

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ اَخْشَاكَ كَاَنِّىْ اَرَاكَ اَبَدًا حَتّٰى اَلْقَاكَ وَ اَسْعِدْنِىْ بِتَقْوَاكَ وَلَا تُشْقِنِىْ بِمَعْصِيَتِكَ .

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এইরূপ করুন যে, আমি আপনার সান্নিধ্যে চলিয়া না যাওয়া পর্যন্ত সর্বদা আপনাকে দেখার মত ভয় করি। আপনার তাকওয়া দান করিয়া আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আপনার অবাধ্যতা দ্বারা আমাকে হতভাগা করিবেন না। —তবরানী

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ تَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَ حُبَّ الْمَسَاكِيْنَ وَ اِذَا اَرَدْتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট নেককাজসমূহ করার, অসৎ কাজসমূহ বর্জন করার ও দরিদ্রদের ভালবাসার তওফীক প্রার্থনা করিতেছি। আর আপনি যখন কোন জনগোষ্ঠীকে বিপর্যয়ে ফেলিতে চাইবেন তখন আমাকে বিপর্যয়মুক্ত অবস্থায় আপনার আয়ত্বে নিয়া নিন।

—মুয়াত্তা ইমাম মালেক

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا لَا يَرْتَدُّ و نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ وَ مُرَافَقَةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَعْلٰى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ جَنَّةَ الْخُلْدِ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন ঈমান প্রার্থনা করি যাহা কখনও বিচ্যুত হইবার নয় এবং এমন নিয়ামত, যাহা কখনও শেষ হইবার নয় এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর জান্নাতুল খুলদে নবীর সাহচর্য প্রার্থনা করি। —মুনাজাতে মকবুল

اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَ لَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَ لَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهٗ وَلَا حَاجَةً مِّنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার কোন গোনাহ মাফ না করিয়া, কোন সংকটের সমাধান না করিয়া, কোন ঋণ শোধ না করিয়া এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কোন প্রয়োজন না মিটাইয়া ছাড়িবেন না—হে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। —মিশকাত শরীফ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَ عَمَلًا مُّتَقَبَّلًا.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী ইলম এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করিতেছি। —মিশকাত শরীফ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى الْمَوْتِ وَفِىْ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার মৃত্যুতে ও মৃত্যুর পর বরকত দান করুন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ وَسْوَسَةِ الصَّدْرِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قَبْرِىْ رَوْضَةً مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ لَاتَجْعَلْ قَبْرِىْ حُفْرَةً مِّنْ حُفْرَةِ النَّارِ اَللّٰهُمَّ احْشُرْنَا مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি কবরের আযাব, মনের কুমন্ত্রণা ও বিভিন্ন দুশ্চিন্তা হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ! আপনি আমার কবরকে জান্নাতের বাগিচায় পরিণত করুন, আমার কবরকে জাহান্নামের গর্তে পরিণত করিবেন না। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হাশরের ময়দানে নবীগণের, শহীদগণের ও নেককারগণের সাথে উপস্থিত করুন, তাহারা উত্তম সাথী। —মুনাজাতে মকবুল

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنَا تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا وَ لَاتُعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ وَلَا مِنْ وَّرَآءِ ظَهْرِىْ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার আরশের নীচে ঐ দিন ছায়া দান করুন—যেদিন আপনার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকিবে না। হে আল্লাহ! আমার আমলনামাটি আমার ডান হাতে দান করুন, আমার হিসাব সহজ করিয়া দিন। আমার আমলনামাটি বাম হাতে বা পিছন দিক দিয়া দিবেন না।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রার্থনা করিতেছি এবং আপনার ক্রোধ ও জাহান্নাম হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট জান্নাতুল ফিরদাউস প্রার্থনা করিতেছি। —মুনাজাতে মকবুল

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি রহমত নাযিল করুন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যতবার স্মরণকারীরা তাঁহাকে স্মরণ করিবে। হে আল্লাহ! আপনি তাঁহার উপর রহমত নাযিল করুন যতবার অমনোযোগীরা তাঁহার স্মরণে অমনোযোগী থাকে। —ফাযায়েলে দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ آخِرَتِىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার দ্বীনকে সঠিক করিয়া দিন, যাহা আমার সব বিষয়ের উপায়, আমার দুনিয়াকে সঠিক করিয়া দিন যাহাতে আমার জীবন ধারণ, আমার আখেরাতকে সঠিক করিয়া দিন যাহাতে আমার প্রত্যাবর্তন, আমার হায়াতকে আমার নেক কাজ বৃদ্ধির কারণ করিয়া দিন এবং মৃত্যুকে আমার জন্য সকল অনিষ্ট হইতে স্বস্তির কারণ করিয়া দিন। —মুসলিম শরীফ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضٰى بِالْقَدْرِ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সুস্থতা, পবিত্রতা, আমানতদারী সচ্চরিত্র ও তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি প্রার্থনা করিতেছি।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِىْ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِىْ وَ اجْعَلْ عَلَانِيَتِىْ صَالِحَةً .

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন অবস্থাকে প্রকাশ্য অবস্থা অপেক্ষা উত্তম করিয়া দিন এবং আমার প্রকাশ্য অবস্থাকে সৎ করিয়া দিন।

—আবু দাউদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ اُعَظِّمُ شُكْرَكَ وَ اُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاتَّبِعُ نُصْحَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ .

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এমন করিয়া দিন, যাহাতে আমি আপনার শোকর আদায় করিতে পারি এবং অধিক মাত্রায় আপনার যিকির করিতে পারি, আপনার উপদেশ অনুসরণ করিতে পারি এবং আপনার আদেশের কথা স্মরণ করিতে পারি। —আবু দাউদ শরীফ

رَبِّ اَعِنِّىْ وَ لَا تُعِنْ عَلَىَّ وَانْصُرْنِىْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَىَّ وَامْكُرْلِىْ وَلَاتَمْكُرْ عَلَىَّ وَ اهْدِنِىْ وَيَسِّرِ الْهُدٰى لِىْ وَ انْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَىَّ .

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আমার বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য করিবেন না। আমাকে জয়ী করুন, আমার বিপক্ষে কাহাকেও জয়ী করিবেন না। আমার উপকারের জন্য কৌশল অবলম্বন করুন, আমার বিরুদ্ধে কোন কৌশল অবলম্বন করিবেন না। আমাকে হিদায়াত দান করুন, আমার হেদায়াতকে সহজ করিয়া দিন। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধাচরণ করে তাহার মোকাবেলায় আমাকে বিজয়ী করুন।

—আবু দাউদ শরীফ

رَبِّ اجْعَلْنِىْ لَكَ ذَكَّارًا لَّكَ شَكَّارًا لَّكَ رَهَّابًا لَّكَ مِطْوَاعًا لَّكَ مُطِيْعًا اِلَيْكَ مُخْبِتًا اِلَيْكَ اَوَّاهًا مُّنِيْبًا .

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে করুন অধিক শোকরগুযার, আপনার অধিক যিকিরকারী, আপনাকে অধিক ভয়কারী, আপনার একান্ত অনুগত এবং আপনার প্রতি অনুগত অনুরক্ত ধাবমান করিয়া নিন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَ اٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَ اٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَ مَا لَمْ اَعْلَمْ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি সকল প্রকারের কল্যাণ, যাহা শীঘ্রই আসিবে বা বিলম্বে আসিবে, আমি যাহা জানি আর আমি যাহা জানি না এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি সকল প্রকার অকল্যাণ হইতে, যাহা শীঘ্রই আসিবে বা বিলম্বে আসিবে, যাহা আমি জানি আর যাহা আমি জানিনা। —মুনাজাতে মকবুল

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَ نَبِيُّكَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَ نَبِيُّكَ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সেই সকল কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি, যাহা আপনার বান্দা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রার্থনা করিয়াছেন এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি সেই সকল অকল্যাণ হইতে, যাহা হইতে আপনার বান্দা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন। —মিশকাত শরীফ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَ مَا قَرَّبَ مِنْهَا مِنْ قَوْلٍ وَ عَمَلٍ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَ مَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَ عَمَلٍ وَ اَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيْهِ لِیْ خَيْرًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি জান্নাত ও এমন কথা ও কাজ, যাহা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করিয়া দেয়; আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি জাহান্নাম হইতে এবং এমন কথা ও কাজ হইতে যাহা আমাকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করিয়া দেয়। আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, আপনি আমার জন্য যে ফায়সালা করিবেন তাহা যেন আমার জন্য কল্যাণকর হয়। —মিশকাত শরীফ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ شَكُوْرًا وَ اجْعَلْنِىْ صَبُوْرًا وَاجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে অধিক শোকরগোযার, অধিক ধৈর্যশীল, আমাকে আমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ও লোকদের দৃষ্টিতে মহান করুন।

সালাতুত তাসবীহ-এর ফযীলত ও নিয়ম

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাঁহার চাচা আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলিলেন, হে আমার চাচা, আমি কি আপনার খেদমতে একটি মূল্যবান হাদিয়া পেশ করিব না? আমি কি আপনাকে একটি বিশেষ কথা বলিব না? আমি কি আপনার দশটি কাজ ও দশটি খেদমত করিব না? (অর্থাৎ আমি আপনাকে এমন একটি আমল বলিয়া দিব যাহা দ্বারা আপনার দশটি বিরাট উপকার হইবে।) আপনি এই আমলটি করিলে আল্লাহ তাআলা আপনার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। ইহা দ্বারা পূর্বের, পরের, নূতন, পুরাতন, সগীরা, কবীরা, জানা, অজানা, প্রকাশ্যে করা, গোপনে করা সকল গোনাহ মাফ হয়। সেই আমলটি হইল সালাতুত তাসবীহ বা তাসবীহের নামায।

এই নামাযের সুন্নত নিয়ম এই যে, চারি রাকআত নফল নামাযের নিয়্যত করিবে, (কোন সূরা নির্দিষ্ট নাই, অন্যান্য নফল নামাযের ন্যায় যে কোন সূরা পড়া যায়) এই নামাযে বিশেষত্ব এতটুকু যে, চারি রাকআত নামাযের মধ্যে প্রত্যেক রাকআতে ৭৫ বার করিয়া মোট ৩০০ বার

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ

'সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' এই তাসবীহ পড়িতে হইবে। আলহামদুর পর সূরা পড়িয়াই দাঁড়ানো অবস্থায় ১৫ বার এই তাসবীহ পড়িবে। তারপর রুকূতে যাইয়া রুকূর তাসবীহ পড়ার পর ১০ বার, তারপর রুকূ হইতে উঠিয়া দাঁড়ানো

অবস্থায় ১০ বার, তারপর প্রথম সেজদার মধ্যে যাইয়া সেজদার তাসবীহ পড়ার পর ১০ বার, তারপর প্রথম সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া বসা অবস্থায় (জলসার মধ্যে) ১০ বার, তারপর দ্বিতীয় সেজদায় যাইয়া সেজদার তাসবীহ পড়ার পর ১০ বার, তারপর দ্বিতীয় সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া বসা অবস্থায় ১০ বার, এই পর্যন্ত এক রাকআত হইল এবং এই এক রাকআতে ৭৫ বার তাসবীহ পড়া হইল। তারপর আল্লাহু আকবার বলিয়া দাঁড়াইয়া এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে তাসবীহ পড়িবে। দ্বিতীয় রাকআত এবং চতুর্থ রাকআত পড়িয়া যখন আত্তাহিয়্যাতু পড়িবার জন্য বসিবে তখন আগে ১০ বার তাসবীহ পড়িয়া, তারপর আত্তাহিয়্যাতু ইত্যাদি পড়িয়া নামায শেষ করিবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ চাচা আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলিলেন, চাচাজান, আপনি যদি পারেন তবে এই নামায প্রতিদিন একবার পড়িবেন, যদি প্রতিদিন না পারেন তবে প্রতি সপ্তাহে একবার পড়িবেন, যদি প্রতি সপ্তাহে না পারেন তবে প্রতি মাসে একবার পড়িবেন, যদি প্রতি মাসে না পারেন তবে প্রতি বৎসরে অন্তত একবার পড়িবেন, আর যদি তাও সম্ভবপর না হয় তবে কমপক্ষে জীবনে একবার অবশ্যই পড়িবেন। —আবু দাউদ, ইবনে মাজা

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান কিয়ামতের দিন উহার পাঠককে ছায়া দান করিবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান উহার পাঠকের গোনাহ মাফ করাইবার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে সুপারিশ করিতে থাকিবে। —মিশকাত শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক জিনিসের একটি কলব (হৃদয়) আছে, আর কুরআনের কলব হইল সূরা ইয়াছিন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াছিন পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা পাঠকারীকে দশবার কুরআন শরীফ পড়ার ছওয়াব দান করিবেন। —তিরমিযী শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াছিন পাঠ করিবে তাহার পূর্ববর্তী (ছগীরা) গোনাসমূহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদের নিকট এই সূরা পাঠ করিবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দিনের প্রথম অংশে সূরা ইয়াছিন পাঠ করিবে, তাহার সমস্ত হাজত (প্রয়োজন) পূর্ণ হইবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রিবেলা সূরা ইয়াছিন পাঠ করিয়া মারা যাইবে, সে ব্যক্তি শহীদরূপে গণ্য হইবে। —ফাযায়েলে কুরআন

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ক্ষুধার্ত অবস্থায় সূরা ইয়াছিন পাঠ করিলে ক্ষুধা নিবারণ হয়। পথভ্রষ্ট অবস্থায় পড়িলে পথের সন্ধান মেলে। —ফাযায়েলে কুরআন

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, খাদ্যের স্বল্পতার সময় সূরা ইয়াছিন পাঠ করিলে খাদ্যে বরকত হয়। মৃত্যুকালে রোগীর নিকট পড়িলে মরণ-যন্ত্রণা লাঘব হয়। প্রসব বেদনার সময় পড়িলে সহজে সন্তান প্রসব হয়। শত্রুর ভয়ের সময় এই সূরা পাঠ করিলে শত্রুর ভয় দূরীভূত হয়। —ফাযায়েলে কুরআন

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে সূরা (হামীম) দুখান তিলাওয়াত করিবে, সারারাত্র সত্তর হাজার ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার নিকট সেই পাঠকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে। —মিশকাত শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমআর রাত্রে (হামীম) দুখান পড়িবে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহ রাত্রে সূরা ওয়াকেআ তিলাওয়াত করিবে সেই ব্যক্তি কখনও অভাব অনটনে পতিত হইবে না। —মিশকাত শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সূরা হাদীদ, সূরা আর রাহমান ও সূরা ওয়াকেআ তেলাওয়াত করিবে সেই ব্যক্তি ফিরদাউছ বেহেশতের অধিকারী হইবে। —ফাযায়েলে কুরআন

ছায়েদুল ইস্তিগফার
বা ক্ষমা প্রার্থনার সর্বোত্তম দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ اَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَ اَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ .

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত দিনের যে কোন সময় উক্ত দোয়া দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদি সে ব্যক্তি ঐ দিন মারা যায় তবে সে নিঃসন্দেহে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। অনুরূপ যদি কেহ রাত্রের যে কোন সময় উক্ত দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার নিকট গোনাহ্ মাফ চায় তবে ঐ রাত্রে তাহার মৃত্যু হইলে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ تُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

॥ সমাপ্ত ॥

The Bright Design:Zakir Ph:01715787586

ISBN 978-984-91301-0-9

9 789829 044408

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
চকবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা